ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 Augest, 2023 ■ আগরতলা ১৫ আগস্ট ২০২৩ ইং ■ ২৯ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। নিজস্ব প্রতিনিধি আগরতলা দেশের সঙ্গে রাজ্য পালিত হবে ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস। নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপিত হবে। মূল অনুষ্ঠান হবে আগরতলার আসাম রাইফেলস ময়দানে। সেখানে সকাল ৯ টা ১০ মিনিটে জাতীয় পতাকা তুলবেন এবং অভিবাদন গ্রহণ করবেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। সালামি প্যারেড পরিদর্শন করবেন এবং রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবে। সকালে প্রভাত ফেরি অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করবে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বাড়িঘরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন। সকাল সাতটায় বিধানসভায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। গান্ধী ঘাটে শহীদদের প্রতিশ্রুতিচরণ এবং সার্কিট হাউসে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে মাল্যদান। রাজভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠান এবং সন্ধ্যায় রবীন্দ্রভবনে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যে ভূমিকম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। সোমবার ত্রিপুরা আসাম ও মেঘালয়ে ভূমিকম্প হয়েছে। ত্রিপুরা ছাড়া অন্যত্র ভূমিকম্পের রিখটার স্কেলে ছিল ৫.৪।, একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন। মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরার কিছু অংশেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ত্রিপুরায় রিখটার স্কেল ছিল ৫.২। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি অনুসারে, ভূমিকম্পের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোমবার মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি চারণ ও অ্যালবার্ট এক্কা পার্কে লেজার রাশ্মির ফলক উন্মোচন করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডাঃ মানিক সাহা। ছবি- নিজস্ব।

টেপানিয়া আর ডি ব্লকের বিরুদ্ধে

বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গাদের স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। টেপানিয়া আরডি ব্লকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশি নাগরিক ও রোহিঙ্গাদের স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য ব্যাপক অভিযোগ উঠেছে, সূত্র জানিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কযুক্ত এজেন্টদের একটি সংগঠিত নেটওয়ার্ক ওই এলাকায় পুরো নেক্সাস পরিচালনা করছে। পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, আরডি ব্লক এলাকায় পঞ্চায়েতের অধীনে থাকা পরিবারের তালিকায় ৫০০ টিরও বেশি পরিবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এবং, তাদের অধিকাংশই হয় রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশি নাগরিক। স্থানীয়দের দাবি, পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান জয়ন্ত দেবনাথ এই নবাগতদের রাজ্যে বসতি স্থাপনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পঞ্চায়েতে পরিবারগুলির নিবন্ধন এবং নথি প্রদান সহ সমস্ত সামগ্রিক সহায়তা বিপুল ঘুষের বিনিময়ে করা হচ্ছে। মোট পাঁচ থেকে চারটি পরিবার পেয়িং গেস্ট হিসাবে তার নিজের বাড়িতে বসবাস করছে, কিছু সূত্র আরও যোগ করেছে। সবে পাঁচ-ছয় বছর আগে এই পরিবারের কোনো পরিচয় ছিল না কিন্তু এখন তাদের বৈধ কাগজপত্র সহ ভারতীয়। এটি কেবল সম্ভব হয়েছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপনির্বাচন ঃ ১৬ আগস্ট প্রার্থী ঘোষণা, ১৭ই মনোনয়ন জমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। ধনপুর ও বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতে সোমবার অনুষ্ঠিত হয় প্রদেশ বিজেপির নির্বাচনী কমিটির বৈঠক। প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, বিজেপির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোর্ডিনেটর সম্বিত পাত্রা, মন্ত্রী রতন লাল নাথ, কেন্দ্রিয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সহ নির্বাচনী কমিটির অন্যান্য সদস্য সদস্যারা।রুদ্ধদ্বার বৈঠকে প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা বলেছেন যারা দেশকে স্বাধীন করেছেন, দেশের জন্য যারা প্রাণ উতসর্গ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের দিন আজ। পাশাপাশি যারা দেশ বিভাজনের কারনে নিজেদের সর্বোচ্চ বলিদান দিয়েছেন তাদেরকেও শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরন করতে হবে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। আজ রাজধানীর রবীন্দ্রভবনে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ সম্পাদকের অবস্থা আরও সংকটজনক, রয়েছেন ভেন্টিলেশনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। আজ ভোরে হঠাৎ হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়ায় জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাসকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে। রাতে খবর লেখা পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান ফিরেনি। তাঁর জ্ঞান ফেরার বিষয়ে চিকিৎসকরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না।

প্রসঙ্গত, জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাসের স্বাস্থ্যের ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। তাঁর হৃদযন্ত্রে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে তড়িঘড়ি বেঙ্গালুরুর নারায়ণা হৃদয়ালয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৩০৩ ▫ ১৫ আগস্ট ২০২৩ইং ▫ ২৯ শ্রাবণ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

আজ মহান স্বাধীনতা দিবস

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সেই সুবাদে আজ আমরা ভারতের স্বাধীন নাগরিক।কিন্তু এই লড়াই, অনেক কষ্টের ছিল এবং যারা আমাদেরকে স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছেন সেই সমস্ত বীর মহা সংগ্রামীদের আজ আমরা শতকোটি প্রমান জানাই।গান্ধীজী, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, ভগৎ সিংহ, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই, মাতঙ্গিনী হাজরার,সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, জোহর লাল নেহরু, থেকে শুরু করিয়া বাবাসাহেব আম্বেদকর, মৃত্যুঞ্জয় ক্ষুদিরাম এবং হাজারো হাজারো সাধারণ মানুষ সংঘবন্ধ লড়াই আনিয়াছে ভারতের স্বাধীনতা।আজকের এই দিনে ওই সমস্ত মহান বীরদের স্বরণ করিবার দিন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দিল্লির লালকেল্লায় ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জোহর লাল নেহরু জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সেই থেকেই ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে মানা হয় ও 'তেরঙা' পতাকা স্কুল, কলেজ, যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী দপ্তর, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বাড়িতে বাড়িতে, হাতে হাতে এই দিনে জাতীয় পতাকা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময় কালে ব্রিটিশ শাসনের অর্থ ব্যবসা ভাঙিয়া পড়ে, অন্যদিকে আমাদের বীরনেতা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়া যান, গোটা ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষও সামিল হন। ব্রিটিশ সরকার বুঝিতে পারে, এবারে ভারতে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতাকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা বা অর্থবল ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী হারাইয় ফেলিয়াছে। তাঁহারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৭ সালের শুরুর দিকে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ভারতীয়দের দেশে শাসনের ভার দিবে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয় ব্রিটিশ সরকার তাহা সামলাইতে পারেনি।মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনটি সাত মাস এগিয়ে আনেন। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের প্রস্তাব মানিয়া নেন পাকিস্তান ও ভারত দুইটি স্বাধীনতা দেশে বিভক্ত হয়। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন জহর লাল নেহরু।১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দিল্লির লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রী জহর লাল নেহরু জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ভারতীয় সংবিধান সৃষ্টি হয়, যাহার ভিক্তিতেই আজও ভারত দাঁড়িয়ে।তাই, ভারতকে জানিতে হইলে একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের জানিতে হইবে এবং জানিতে হইবে সংবিধান। অন্যদিকে জানিতে হইবে ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে।

ভারতমাতার বহু বীর সন্তান অনেক রক্তের বিনিময়ে দীর্ঘ সংগ্রামের পর স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছেন আমাদের। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ই আগস্ট ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাইয়া ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি পাইয়াছিল। এই দিনটি আমাদের সকলের কাছে একটি গর্বের দিন। আমাদের দেশের প্রত্যেক ছোটো ছোটো ছাত্র ছাত্রীদের স্বাধীন দিবস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা দরকার।

ব্যারাকপুর সেনাছাউনিতে মঙ্গল পান্ডে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়া ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম শহীদ হন। তাহার পর থেকে ধীরে ধীরে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত এই আগুনকে নেভানো যায় নি। জাতিকে স্বাধীন করিবার আকাঙ্ক্ষায় দেশপ্রেমের এই আগুনে আত্মাহুতি দিয়াছেন ক্ষুদিরাম বোস থেকে শুরু করিয়া বিনয়-বাদল-দীনেশ, সূর্যসেন তথা ভগৎ সিং সকলেই।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজীর হাত ধরিয়া এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। সমগ্র দেশের মানুষ একযোগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনে শামিল হয়। গান্ধীজীর অহিংসা ও সত্যাগ্রহের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র দেশ জুড়িয়া একের পর এক আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে।

এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল অসহযোগ, আইন অমান্য এবং সবশেষে ভারত ছাড়ো আন্দোলন। এই সকল আন্দোলনগুলোতে ভারতবর্ষ তাহার বহু বীর সন্তানদের হারায়। অন্যদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দেশের মানুষ দুই হাত তুলিয়া এই মহান সংগ্রামকে সমর্থন জানায়।

একদিকে ব্যাপক গণ-আন্দোলন, আজাদ হিন্দ ফৌজের আগ্রাসন, নৌ বিদ্রোহ; আর অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া ব্রিটেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানে বাধ্য হয়। তবে ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান এই দুইটি দেশে ভাগ হইয়া যায়। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট মধ্যরাত্রে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করেন। আমাদের কাছে স্বাধীনতা দিবস এক অত্যন্ত আনন্দের দিন। এই দিন পাড়ায় পাড়ায়, স্কুলে কলেজে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। আমরা প্রতিবছর ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া পতাকা উত্তোলনে সামিল হই। এই দিন প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্য শ্রদ্ধা জানাইয়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়।দেশের প্রধানমন্ত্রী এইদিনে দিল্লির লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলন করিয়া জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। অন্যদিকে আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে জাতীয় সংগীত গেয়ে সংকল্প গ্রহণ করি, যে স্বপ্ন আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেখিয়াছিলেন আমরা সেগুলিকে সার্থক করিয়া তুলিব।ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

দুস্কৃতীদের গুলিতে নিহত বিজেপি নেতা রাজেন্দ্র সাহু

রাঁচি, ১৪ আগস্ট (হি. স.) : দুস্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর আহত বিজেপি নেতা ও কয়লা ব্যবসায়ী রাজেন্দ্র সাহুর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে মেডিকা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থান মারা যান তিনি।

১২ আগস্ট লাতেহার জেলার বালুমাথে দুস্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম হন রাজেন্দ্র সাহু। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মেডিকায় ভর্তি করা হয়েছিল। এদিন সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার বালুমাথ বন্ধ রাখা হয়। পুলিশ এখন পর্যন্ত রাজেন্দ্র সাহুর খুনিদের ধরতে পারেনি।

হাওয়াইয়ে ভয়াবহ দাবানলে মৃত বেড়ে ৯৩

হনলুলু, ১৪ আগস্ট (হি. স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে অবস্থিত হাওয়াই প্রদেশের মাউইতে জঙ্গলের দাবানল ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এই অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৩। ঘরছাড়া কয়েক হাজার মানুষ।

এটাই এই শতাব্দীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানল হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, আগুনে পুড়ে যাওয়া মানুষের কাছে এখনও সরকারি সাহায্য পৌঁছায়নি। এতে জনগণ ক্ষুব্ধ। কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে শনিবার রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯৩ হয়েছে। এটি আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি ফিরিয়ে ১৩০ বছর পর ফের শিকাগোয় বসছে বিশ্বধর্ম মহাসভা

অরিঞ্জয় বোস

"হে আমার আমেরিকারবাসী ভাই ও বোনরা" - এমন অবিস্মরণীয় সম্বোধন যাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল, সেই স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি ফিরিয়ে ফের আমেরিকার শিকাগোয় বসছে বিশ্বধর্ম মহাসভা। ফের দিকে দিকে ধ্বনিত হবে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা।

জানা গিয়েছে, আগস্টের ১৪ থেকে ১৮ তারিখ শিকাগোর মেমোরিয়াল আর্ট প্যালেসে বসবে ধর্ম মহাসভার আসর। এখানেই ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে হিন্দু ধর্মকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিয়েছিলেন গেরুয়াধারী বঙ্গসন্তান স্বামী বিবেকানন্দ। ইতিহাসের কালচক্রে আবার সেই সময় বুঝি আসন্ন।

১৮৯৩ থেকে ২০২৩। মাঝখানে কেটে গিয়েছে ১৩০ টি বছর। গঙ্গা, মিসিসিপি দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। বিশ্ব ধর্ম মহাসভার চরিত্রও বদলেছে ঢের। তবু অমলিন স্বামী বিবেকানন্দের অমোঘ উচ্চারণ - "হে আমার আমেরিকারবাসী ভাই ও বোনরা"। সেই প্রথম তাঁর মধ্যে দিয়ে বিশ্ববাসী উপলব্ধি করেছিলেন হিন্দুত্বের উদারতা, মাহাত্ম্য। আজকের সময় দাঁড়িয়ে যে ধারণা খানিকটা ভ্রান্ত বলে মনে হতে পারে। "হিন্দুত্বে"র নয়া সংজ্ঞা তৈরি করেছেন বইকি তথাকথিত হিন্দুত্ববাদীরা। আর সে কারণে

বিশ্বব্যাপী ধর্ম মহাসম্মেলনের মঞ্চে শিকাগো আজ বড় বেশি প্রাসঙ্গিক। মিশিগান ওয়ের একাংশ এখন "বিবেকানন্দ ওয়ে"। আমেরিকার মাটির সঙ্গে এভাবেই যেন মিশে গিয়েছে বাংলার মৃত্তিকা। শুধু তো অনুষ্ঠান মঞ্চই নয়, শিকাগো যেন নিজেই হয়ে উঠেছে ইতিহাসের এক নাম। ধর্মের মিলনক্ষেত্র। তো এবছর, অর্থাৎ ২০২৩ সালে বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিকাগোর মাটিতে। পার্মানেন্ট মেমোরিয়াল আর্ট প্যালেস অর্থাৎ যেখানে ১৩০ বছর আগে স্বামীজির ঐতিহাসিক বক্তৃতা রচিত হয়েছিল, সেখানেই ফের ধর্ম মহাসভার আসর। উদ্যোক্তা বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি অফ শিকাগো। আগস্টের ১৪ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত ধর্ম মহাসভা চলবে। সেবার অবশ্য ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলেছিল ধর্ম মহাসভা। পার্মানেন্ট মেমোরিয়াল আর্ট প্যালেস এতদিন আড়ে-বহরে খানিকটা কমেছে। ১৩০ বছর আগে ৭ হাজার দর্শক যেখানে বসতে পারতেন, এখন সেখানে আসন সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে চারশোয়। এবছর শিকাগোয় ধর্ম মহাসভার মূল আয়োজক বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটির প্রধান অধ্যক্ষ স্বামী ঈশাত্মানন্দের কথায়, শিকাগোর বেদান্ত সোসাইটি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় ১.১ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে খুব প্রাচীন একটি মেথডিস্ট চার্চ কিনে নিয়েছে। আরও ১ মিলিয়ন অর্থ দিয়ে তা রেনোভেট করে "হোম অফ হারমোনি" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে সব ধর্মের প্রতীক হয়েছে। এখানে প্রতি শনিবার ৪টে থেকে একঘণ্টা বক্তৃতা হয়। বক্তারা নিজেদের ধর্ম নিয়ে বলার জন্য আমন্ত্রণ পান। তিনি আরও জানান, অনেকদিন ধরেই শিকাগোর মাটিতে এই সম্মেলন আয়োজনের পরিকল্পনা চলছিল। এই স্থানই যে ধর্ম সমন্বয়ের ক্ষেত্র কিংবা "হোম অফ হারমনি"। ২০২২ সালে এই সভা হয়েছিল সৌদি আরবের রিয়াধে। এবছর শিকাগোয়, বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত প্রেক্ষাগৃহে। সেখানে অংশ নেবেন স্বামী ঈশাত্মানন্দ।

আগুনপাহাড় পাতালনদী

বিশেষ প্রতিবেদন।। প্রথম গন্তব্য পালাওয়ান দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পুয়ের্তো প্রিন্সেসা শহর। ম্যানিলা থেকে প্লেনে ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। হোটেলে পৌঁছতে দুপুর হয়ে গেল। একটু বিশ্রাম নিতে নিতেই পাঁচটা নাগাদ আমাদের ফায়ার ফ্লাই ট্রিপ বা জোনাকি দর্শনের গাড়ি চলে এল। চলেছি শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে একটি সমুদ্রের খাঁড়িতে গাড়ি যখন থামল অন্ধকার হয়ে এসেছে। নেমে দেখি সামনে টিকিট ঘর ও জেটি, সার দিয়ে ডিঙি নৌকো ভাসছে। টিকিট কেটে লাইফ-জ্যাকেট পরে বোটে উঠলাম। ফিলিপিনো বোটচালক দাঁড় টানতে লাগল। প্রথমে ঘন কালো অন্ধকারে চোখ হারিয়ে গিয়েছিল। একটু সয়ে যেতে বুঝলাম একটা খাঁড়ির মধ্য দিয়ে চলেছি। দু'পাশে ঘন ম্যানগ্রোভের জঙ্গল। মাথার উপরে ঝকঝকে তারাভরা আকাশ। যাকে বলে গর্ভিণী নিস্তব্ধতা। আর একটু ভিতরে যেতেই দেখলাম চারিদিকে জোনাকি ঝিকমিক করছে। কোনও কোনও গাছে দেখলাম অসংখ্য আলোর ফেঁটার মতো জোনাকি জ্বলছে। এ সময়ে বোটচালক চকিতে হাতের টর্চ থেকে একটি গাছে আলো ফেলল, গাছটি মুহূর্তের মধ্যে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। পুরো গাছটিই যেন জোনাকির। সে এক অসাধারণ দৃশ্য। জোনাকি ছাড়াও বোটচালক চেনালেন আকাশের তারামণ্ডল, দেখালেন গাছে বসে থাকা রাতচরা পেঁচা, আলোর প্রভাবে গুটিয়ে যাওয়া লজ্জাবতীর পাতা, আরও কত কী! প্রকৃতির কোলে এই মুগ্ধ বিহার প্রায় ঘণ্টাখানেক চলেছিল।

ফিশ ল্যাপু-ল্যাপু।

পাতাল-নদী

পরের দিন শহর থেকে ঘণ্টা দেড়েকের সফরে সমুদ্রতট, সেখান থেকে বোটে করে সমুদ্র পেরিয়ে এক দ্বীপে যাত্রা। উত্তাল সমুদ্র পেরিয়ে বোট পৌঁছে দিল ছোট দ্বীপটিতে। নেমে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে দ্বীপ পেরিয়ে পাতাল নদীর প্রবেশদ্বার, দেখলাম পর্যটক বোঝাই ক্যানো"গুলি অন্ধকার পাহাড়ের গুহার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমরাও একটিতে উঠে পড়লাম।

নদীর নাম পুয়ের্তো প্রিন্সেসা আন্ডারগ্রাউন্ড রিভার। স্থানীয় নাম জানা গেল না। এই নদীতে যাওয়ার পথে পড়ে পুয়ের্তো প্রিন্সেসা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র। গোটা জায়গাটি পুয়ের্তো প্রিন্সেসা সাবটেরিয়ান ন্যাশনাল পার্ক নামে সংরক্ষিত। নদীটি পাহাড় ফাটিয়ে প্রায় আট কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে সাউথ চায়না সি'তে গিয়ে পড়েছে। গুহার মধ্যে রয়েছে পোকামাকড়, বাদুড় ও জলজ প্রাণীতে সমৃদ্ধ বিচিত্র জীবজগত সেইসঙ্গে রয়েছে গুহার গায়ে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জলের অভিঘাতে গড়ে ওঠা স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইটের অপরূপ ভাস্কর্য। ১৯১১ সালে এই নদী পৃথিবীর সাতটি প্রাকৃতিক বিস্ময়ের একটি বলে স্বীকৃত হয়েছে।

গুহার মুখের আলো-অন্ধকার ছেড়ে ভিতরের পিচকালো অন্ধকারের জগতে প্রবেশ করলাম। এখানে বোটম্যানের হাতের টর্চের আলোতে যেটুকু দৃশ্যমানতা। কথা বলা বা ফ্ল্যাশে ছবি তোলা বারণ। মাথার উপরে অনেকটা উঁচুতে গুহার ছাদ, সেখানে অগণিত বাদুড়ের দল ঝুলে রয়েছে। গা-ছমছমে অনুভূতি। ওরই মধ্যে কানে লাগানো হেডফোনে কমেন্টি চলছে। আর-একটু এগিয়ে গুহাটি যেন হঠাতপ্রসারিত হয়ে গেল। এসে পড়লাম বিশাল এক গুহাকক্ষে। ইটালিয়ান ক্যাথিড্রাল। তার দেওয়ালের পাথরে অপরূপ সব ভাস্কর্য। মনে হচ্ছিল অন্য কোনও জগতে এসে পড়েছি। আরও এগিয়ে ভেজিটেবল মার্কেট। বোটচালক আলো ফেলে দেখালেন প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে গড়ে ওঠা বিভিন্ন আনাজ ও ফলের আকৃতির ভাস্কর্য।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুরে বেড়ালাম পাহাড়ের তলায় এই আশ্চর্য জগতে। অনেক কিছুই দেখলাম। বাইরে বেরিয়ে এসেও ঘোর কাটছিল না। পুয়ের্তো প্রিন্সেসা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র

আগুন-পাহাড়

ম্যানিলা থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে তাগায়তাই শহরের পাশে তাল লেকের মধ্যে এক দ্বীপে তাল ভলক্যানো। পুয়ের্তো থেকে ফিরে পর দিন প্রাতরাশ সেরে বন্ধুর গাড়িতে বেরিয়ে পড়লাম। প্রাতরাশের কথায় মনে পড়ল, এখানকার খাবারও দারুণ। আগের দিনই চেখে দেখেছি স্থানীয় জনপ্রিয় পদ ফিশ ল্যাপু ল্যাপু। তার স্বাদ এখনও মুখে লেগে রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ছবির মতো সুন্দর শহর তাগায়তাই। এখানেই ভিউপয়েন্ট। প্রথমে মেঘ থাকায় ভাল দেখা না গেলেও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে একসময় মেঘ সরে গিয়ে ফুটে উঠল হ্রদের মাঝে আগ্নেয়গিরির চূড়া। অপূর্ব সেই দৃশ্য। তাল হ্রদের মাঝে সেই আগ্নেয়গিরি। তাল একটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। সাম্প্রতিক কালেও বিধ্বংসী অগ্ন্যুতাত হয়েছে। আশপাশের গ্রাম ও শহর খালি করে দেওয়া হয় তখন। বিস্ফোরণের তীব্রতায় ম্যানিলাতেও ছাই এসে পড়েছিল। এর পর একদিন ম্যানিলা ঘুরে দেশে ফেরার পালা। এ যাত্রায় এটুকুই। এই সুন্দর দেশটির অনেক কিছুই না দেখা রয়ে গেল। বন্ধুকে আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্লেনে উঠলাম।

কুনো জাতীয় উদ্যানের সঙ্গে কী যোগ দুই তরুণ বাঙালি প্রাণিবিদের ?

নন্দন পাল

এ০২২-এ ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। দেশের বনাঞ্চলে পুনরায় চিতা ফিরিয়ে আনার জন্যই এই চুক্তি। চিতা প্রত্যাবর্তনের এই চুক্তির ফলে প্রথম দফায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে কুনো জাতীয় উদ্যানে ছাড়া হয় ৮টি চিতা। ২০২৩, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আরও ১২টি চিতা কুনো জাতীয় উদ্যানের মাটিতে পা রাখতে চলেছে। এই চিতা রি-ইন্ট্রোডাকশন প্রজেক্টে দীর্ঘদিন ধরে দেশে এবং মার্কিন মুলুক ও নামিবিয়ায় কাজ করেছেন দুই বঙ্গসন্তান। প্রজেক্ট চিতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত দুই বাঙালি গবেষক মৌলিক সরকার ও কথন বন্দোপাধ্যায়। মৌলিক সরকার মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, আর কথন বন্দোপাধ্যায় কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী। মৌলিক ও কথন বর্তমানে কুনো জাতীয় উদ্যানে কর্মরত। কুনো বনাঞ্চলের ৮টি চিতা ও অন্য মাংসাশী খাদকদের প্রতিদিনের মনিটরিং, ক্যামেরা ট্রাপিং, তৃণভোজী প্রাণীদের গণনায় যে গবেষক দল নিয়োজিত, সেই দলের সদস্য এই দুই বাঙালি গবেষক। গবেষণার অঙ্গ হিসেবে ড লরি মার্কারের নেতৃত্বাধীন চিতা কনজারভেশন ফান্ড -এও বেশ কিছুদিন কাটিয়েছেন এই দুই তরুণ বাঙালি প্রাণিবিদ।

কথন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৌলিক সরকার বলছেন, দ্বিতীয় দফায় আজ যে ১২টি নতুন চিতা কুনোয় আসছে প্রজেক্ট চিতার ইনিশিয়াল স্টকের জন্য, তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘটনার সাক্ষী থাকবেন মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান ও দেশবিদেশের বিভিন্ন চিতা বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা। ২০২২-এর ২০ জুলাই ভারত ও নামিবিয়া সরকারের মধ্যে চিতা পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় দেওয়ার জন্য একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। ২০২২-এর ১৭ সেপ্টেম্বর ৫টি মেয়ে চিতা-সাশা, সাভানা, সিয়ায়া, টিবিলিসি ও আশা-আর-এলটন, ফ্রেডি, ওবান নামের ৩টি পুরুষ চিতা-মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ভারতের মাটিতে পা রাখে। ৭৫ বছর পর চিতার এই নাটকীয় প্রত্যাবর্তনের পিছনে বিশেষভাবে সহায়তা করে ড লরি মার্কার এর নেতৃত্বাধীন চিতা কনজারভেশন ফান্ড ।' ২০২০ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া -র গবেষক দল ড. যাদবেন্দ্রদেব ঝালার নেতৃত্বে, কুনো ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি, নৌরাদেহি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি ও মুকুন্দারা হিলস টাইগার রিজার্ভ -এ চিতা পুনর্বাসনের গবেষণা শুরু হয়। এই গবেষণার মূল বিষয় ছিল চিতার

প্রজেক্ট চিতায় দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের মধ্যে যে পুনর্বাসন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম এরকম আন্তঃমহাদেশীয় পুনর্বাসন।

খাদ্য, বাসস্থান ও সহ-খাদকের গণনা। ওই গবেষকদল সংশ্লিষ্ট বনবিভাগকে এই ক'টি সংরক্ষিত বনাঞ্চল চিতাবান্ধব করে তোলার জন্য বেশ কিছু সুপারিশ করে, যা পরবর্তীকালে চিতা পুনর্বাসন অ্যাকশন প্ল্যান হিসেবে প্রকাশিত হয়। অ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী, এই গবেষণায় এবং প্রজেক্ট চিতার সঙ্গে যুক্ত বাঙালি গবেষক মৌলিক সরকারের মতে, ভারতে বহু প্রতীক্ষিত 'প্রজেক্ট চিতা' আসলে বাস্তুতন্ত্রের বিজ্ঞানে ব্যবহৃত 'মেটাপপুলেশন কনসেপ্ট'-এর উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত। ভারতের বিভিন্ন সম্ভাব্য বনাঞ্চলের মধ্যে কুনো অন্যতম। এছাড়াও পরবর্তীকালে গন্ধিসাগর, মুকুন্দরা, নৌরাদেহি ও বিভিন্ন বনভূমিতে চিতা ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এই বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলির সঠিক ম্যানেজমেন্ট, পর্যাপ্ত শিকারের যোগান ও বাসস্থানের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিতার একটা ভাল পপুলেশন তৈরি হবে। পরবর্তীকালে সেই পপুলেশন করিডরের মধ্যে দিয়ে যাওয়া-আসা করে একটি সামগ্রিক ফ্রি রেঞ্জিং পপুলেশন এর জন্ম দেবে। আর এক গবেষক কথন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন। তৃণভূমিকে কৃষিজাত জমি করে তোলা ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করা হয়। কখনও আবার সংরক্ষণের প্রাচীনপন্থী নীতির জন্য তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্রকে ক্রমাগত অবহেলা করা হয়েছে। চিতা পুনঃপ্রবর্তন প্রজেক্ট শুধুমাত্র চিতার সংরক্ষণের কথা দাবি করে না, বরং সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের সামগ্রিক সংরক্ষণ ও বিকাশের কথা বলে। এই প্রোটেক্টেড এরিয়াগুলিতে একদিকে যেমন চিতার সংরক্ষণ হবে। অন্যদিকে, তেমন চিতার সংরক্ষণের কারণেই পরোক্ষভাবে বেশ কিছু বিপন্ন প্রজাতি যেমন কেরাকেল, ভারতীয় বাস্টার্ড, হায়না, উলফ, লেসার ফ্লোরিকেন ইত্যাদি প্রাণীর জনসংখ্যা চিরস্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পাবে।'

প্রজেক্ট চিতায় দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের মধ্যে যে পুনর্বাসন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম এরকম আন্তঃমহাদেশীয় পুনর্বাসন। চিতার মতো বড় মাংসাশী প্রাণীর -এর ক্ষেত্রে এই ধরনের আদান-প্রদান প্রথম। 'প্রজেক্ট চিতা'য় নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার জন্য নেওয়া হয়েছে একটি বহুল চর্চিত পদ্ধতি। বন্য জীব-বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলা হয় "সফট রিলিজ" পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অবলম্বন করেই প্রথম পর্যায়ে ৮টি চিতা ছাড়া হয় কুনোর বনে। দ্বিতীয় দফাতেও অবলম্বন করা হচ্ছে ওই একই পদ্ধতি জানাচ্ছেন বিজ্ঞানী ও গবেষকরা। এছাড়াও জিপিএস প্রযুক্তির সুবাদে চিতার স্বাস্থ্য, শিকার করা ও দৈনিক গতিবিধির উপরে ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণের মধ্যে রয়েছে। ভারতের মাটিতে চিতার সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধি পৃথিবীর বন্য জীব- বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অসীম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন প্রজেক্ট চিতার সঙ্গে যুক্ত প্রানী বিজ্ঞানীরা। ভারতবর্ষের মাটিতে পরবর্তীকালে বাঘ, সিংহ লেপার্ডের মতোই ওদের সঙ্গে দাপিয়ে বেড়াবে চিতাও। এমনই আসায় বুক বাঁধছেন দুই তরুণ বঙ্গসন্তান।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশে জাতীয় শোক দিবস ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী আজ

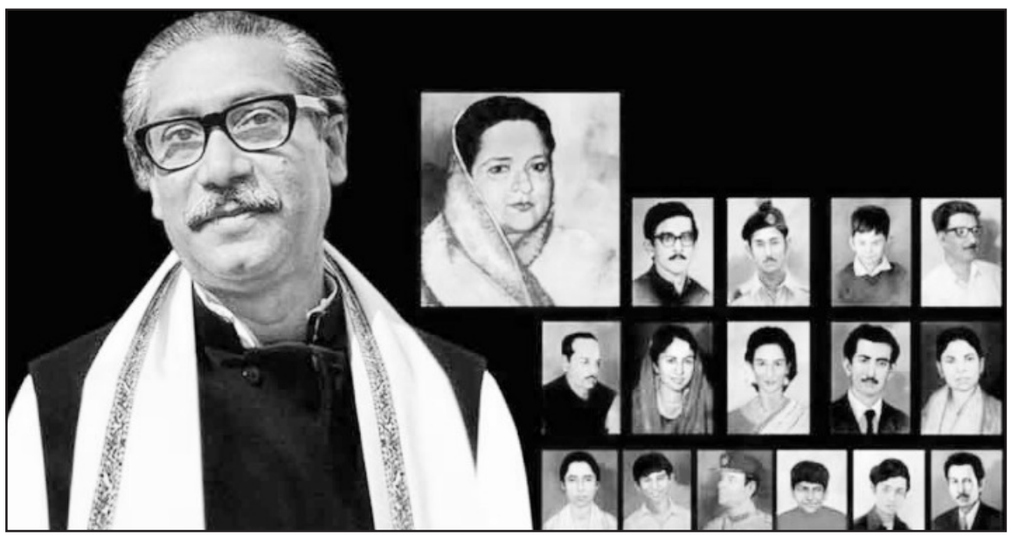

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৪।। আজ ১৫ আগস্ট বাংলাদেশে জাতীয় শোক দিবস। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি জাতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে দিবসটি পালন করবে। দিবসটি উপলক্ষে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহন করেছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে-সূর্য উদয় ক্ষণে বঙ্গবন্ধু ভবন এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারাদেশে সংগঠনের সকল স্তরের কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ ও কালো পতাকা উত্তোলন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ। বনানী কবরস্থানে ১৫ আগস্টের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন, মাজার জিয়ারত, ফাতেহা পাঠ, মোনাজাত ও মিলাদ মাহফিল এবং টুঙ্গীপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন, ফাতেহা পাঠ, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল এবং আলোচনা সভা।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর রাতে সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক বিপথগামী সদস্য ধানমন্ডির বাসভবনে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করেনি, তাদের হাতে একে একে প্রাণ হারিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর সন্তান শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশু শেখ রাসেলসহ পুত্রবধু সুলতানা কামাল ও রোজি জামাল। পৃথিবীর এই জঘন্যতম হত্যাকান্ড থেকে বাঁচতে পারেননি বঙ্গবন্ধুর অনুজ শেখ নাসের, ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত এবং তার ছেলে আরিফ ও সুকান্তবাবু, মেয়ে বেবি, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক শেখ ফজলুল হক মণি, তার অন্তঃস্বত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি এবং আবদুল নাঈম খান রিন্টু ও কর্নেল জামিলসহ পরিবারের ১৬ জন সদস্য ও ঘনিষ্ঠজন। এ সময় বঙ্গবন্ধুর দু'কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় প্রাণে রক্ষা পান।

মূলত, '৭৫ এর ১৫ আগস্ট থেকেই বাংলাদেশে এক বিপরীত ধারার যাত্রা শুরু হয়। বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করে সামরিক শাসনের অনাচারি ইতিহাস রচিত হতে থাকে। সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর গোটা বিশ্বে নেমে আসে তীব্র শোকের ছায়া এবং ছড়িয়ে পড়ে ঘৃণার বিষবাষ্প। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর নোবেল জয়ী পশ্চিম জার্মানীর নেতা উইলি ব্রানডিট বলেন, মুজিবকে হত্যার পর বাঙালিদের আর বিশ্বাস করা যায় না। যে বাঙালি শেখ মুজিবকে হত্যা করতে পারে তারা যে কোন জঘন্য কাজ করতে পারে।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক নীরদ সি চৌধুরী বাঙালিদের 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিবকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি বিশ্বের মানুষের কাছে নিজেদের আত্মঘাতী চরিত্রই তুলে ধরেছে। দ্য টাইমস অব লন্ডন এর ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট সংখ্যায় উল্লেখ করা হয় 'সবকিছু সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকে সব সময় স্মরণ করা হবে। কারণ, তাঁকে ছাড়া বাংলাদেশের বাস্তব কোন অস্তিত্ব নেই। একই দিন লন্ডন থেকে প্রকাশিত ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের লাখ লাখ লোক শেখ মুজিবের জঘন্য হত্যাকান্ডকে অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে বিবেচনা করবে।'

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ বিচারের হাত থেকে খুনীদের রক্ষা করতে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্সকে আইন হিসেবে অনুমোদন করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সুদীর্ঘ একুশ বছর পর ক্ষমতায় এলে ১৯৯৬ সালের ১৪ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার তিন প্রধান আসামী বরখাস্ত লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে গ্রেফতার করা হয়। একই বছরের ২ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর একান্ত সহকারি (পিএ) এ এফ এম মোহিতুল ইসলাম পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সংঘটিত নারকীয় হত্যাকান্ডের ঘটনায় থানায় একটি এফআইআর করেন।

১৯৯৬ সালের ১৪ নভেম্বর খুনীদের বিচারের হাতে ন্যস্ত করতে পার্লামেন্টে ইনডেমনিটি আইন বাতিল করা হয়। ১৯৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি সিআইডি এই মামলায় ২০ জনকে অভিযুক্ত করে মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে চার্জশীট দাখিল করে এবং একই বছরের ১২ মার্চ ছয় আসামীর উপস্থিতিতে আদালতে বিচার শুরু হয়।

১৯৯৭ সালের ১৯ জুন পর্যন্ত বিচারক বিব্রত হওয়াসহ স্বাধীনতা-বিরোধী চক্রের নানা বাধার কারণে আটবার বিচার কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়। এভাবে দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর মামলার রায়ে বিচারক কাজী গোলাম রসুল ১৫ জন সাবেক সেনা কর্মকর্তাকে মৃত্যুদ-প্রদান করেন। অন্যদিকে, ২০০০ সালের ১৪ ডিসেম্বর হাইকোর্ট বেঞ্চ ২৪ দিনের শুনানি শেষে বিভক্ত রায় প্রদান করে। বিচারক এম রুহুল আমিন অভিযুক্ত ১৫ আসামীর মধ্যে ১০ জনের মৃত্যুদ-াদেশ বজায় রাখেন। কিন্তু অপর বিচারক এ বি এম খায়রুল হক অভিযুক্ত ১৫ জনকেই সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদ- প্রদান করেন।

পরবর্তীতে ২০০১ সালের অক্টোবরের সংসদ নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় এলে বিচার কাজ বন্ধ থাকে। দীর্ঘ ছয় বছর পর ২০০৭ সালের ২৩ আগস্ট রাষ্ট্রপক্ষের মুখ্য আইনজীবী বর্তমান সরকারের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সুপ্রিম কোর্টে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করেন এবং ২৩ সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগের তিন সদস্যের একটি বেঞ্চ ২৭ দিনের শুনানি শেষে ৫ আসামীকে নিয়মিত আপিল করার অনুমতিদানের লিভ টু আপিল মঞ্জুর করেন।

২০০৯ সালের ১২ নভেম্বর-২৯ দিনের শুনানির পর চূড়ান্ত আপিল শুনানি শেষ হয় এবং আদালত ১৯ নভেম্বর রায়ের তারিখ নির্ধারণ করেন। ওইদিন (১৯ নভেম্বর) বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চে হাইকোর্টের দেয়া রায় বহাল রেখে মৃত্যুদ-প্রাপ্ত ৫ আসামীর দায়ের করা আপিল আবেদন খারিজ করা হয়। ২০১০ সালের ২৭ জানুয়ারি আপিলের রায়ের বিরুদ্ধে আসামীদের রিভিউ খারিজ হয়ে গেলে ২৮ জানুয়ারি ৫ আসামীর ফাঁসির রায় কার্যকর করে জাতিকে দায়মুক্ত করা হয়।

২০২০ সালের ১২ এপ্রিল ভারতে পালিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর আরো একজন খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যার ৪৫ বছর, নৃশংস ওই হত্যাকান্ডের মামলার ২৫ বছর এবং উচ্চ আদালতের রায়ে ৫ আসামির ফাঁসি কার্যকরের প্রায় দশ বছর পর গ্রেফতার হয় খুনি মাজেদ।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু এমপি বলেন, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকা- ছিল একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যাকা-। খুনীরা শুধু বঙ্গবন্ধুকে শারীরিকভাবেই হত্যা করেনি, খুনীরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আত্মাকেই হত্যা করে পাকিস্তানী আত্মাকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দেহে প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছিল।

অনেকে মনে করেন , একটি বৃহৎ পরাশক্তির ছত্রছায়ায় প্রণীত সুপরিকল্পিত প্রয়াস ছিল '৭৫-এর ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান। এদিনটি শুধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের সদস্য এবং আরো কিছু লোকের হত্যাকান্ডের স্মারক বা আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতাচ্যুতির ঘটনা নয়। এটি ছিল রাষ্ট্র শাসন এবং সরকারি যন্ত্রের ভিন্ন পথে সম্পূর্ণ বিপরীত স্রোতে যাত্রার সূচনা। এই অভ্যুত্থান যেমন ছিল একটি বৃহৎ পরাশক্তির ছত্রছায়ায় প্রণীত সুপরিকল্পিত প্রয়াস, তেমনি এর টাইমিং ছিল গভীর চিন্তাপ্রসূত। বস্তুত, ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ থেকেই বাংলাদেশে এক বিপরীত ধারার যাত্রা শুরু করে।

নতুন করে তৈরি হচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত, বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি. স.) : ফের নতুন করে তৈরি হচ্ছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। এর জেরে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে।এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের ২ জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

এই মুহূর্তে মৌসুমী অক্ষরেখা গোরক্ষপুর ও ভাগলপুর থেকে মালদা হয়ে পূর্ব দিকে মনিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। সিকিম থেকে একটি অক্ষরেখা উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের উপর দিয়ে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। আগামী ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশের উপর তৈরি হবে একটি ঘূর্ণাবর্ত।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উপকূলে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে সোমবার থেকে বাড়বে। দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গে বুধ এবং বৃহস্পতিবার পশ্চিম মেদিনীপুর পুরুলিয়া বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রাম এই ৪ জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় কয়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির পরিমাণ সামান্য বাড়তে পারে বুধবার। কলকাতার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৭৮ থেকে ৯৫ শতাংশ। ৮১ থেকে ৯৪ শতাংশ। আলিপুরে গত ২৪ ঘণ্টায় ১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের ২ জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে সোমবারও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে গতকালের থেকে আজ বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। মালদা ও দুই দিনাজপুরে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি। ১৫ অগাস্টের পর থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে উত্তরবঙ্গে। সোমবার ভারী বৃষ্টি হবে দার্জিলিং এবং কালিম্পং এই দুই জেলাতে।

রাত পোহালেই স্বাধীনতা দিবস, লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় মোতায়েন ১০ হাজার পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : রাত পোহালেই স্বাধীনতা দিবস। চিরাচরিত প্রথা মেনে ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাই দিল্লির লালকেল্লা চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে আটোসাটো। ১০ হাজারেরও বেশি পুলিশ মোতায়েন থাকবে লাল কেল্লার চারপাশে। বসানো হয়েছে ১০০০ ফেসিয়াল রেকগনিশন কামেরা , অ্যান্টি ড্রোন সিস্টেম। দুই বছর পর এই প্রথম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে কোনও কোভিডবিধি থাকছে না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে লালকেল্লায় অভ্যর্থনা জানাবেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী অজয় ভাট এবং প্রতিরক্ষা সচিব শ্রী গিরিধর আরামেন। মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানাবেন ভারতের তিন বাহিনী এবং দিল্লি পুলিশ বাহিনী। প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অফ অনার দেবেন দেশের সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও দিল্লি পুলিশের একজন করে অফিসার এবং ২৫ জন করে সেনা-কর্মী। অন্যদিকে, ভারতীয় নৌ-বাহিনীর পক্ষ থেকে একজন আধিকারিক ও ২৪ জন সেনা-কর্মী থাকবেন বিশেষ টিমটিতে। প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন জানানোর প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। গার্ড অফ অনার অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন মেজর বিকাশ সাঙ্গোয়ান। ভারতীয় সেনা, বিমান ও নৌ-বাহিনীর পক্ষ থেকে আবার পৃথক পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলির পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন যথাক্রমে মেজর ইন্দ্রজিৎ সচিন, এম ভি রাহুল রমন এবং স্কোয়াড্রন লিডার আকাশ গঙ্খাস। দিল্লি পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্ব তথা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন অ্যাডিশনাল ডিসিপি সন্ধ্যা স্বামী। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দিল্লির নিরাপত্তা ববস্থা নিয়ে পুলিশের স্পেশাল কমিশনার (আইন-শৃঙ্খলা) দীপেন্দ্র পাঠক জানান, সম্প্রতিই হরিয়ানার নুহ ও মণিপুরে যে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে, তা মাথায় রেখে আরও কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এবার প্রযুক্তির ব্যবহার করছে দিল্লি পুলিশ। প্রায় ১ হাজার ফেসিয়াল রেকগনিশন কামেরা ও ভিডিয়ো অ্যানালিটিক সিস্টেম বসানো হয়েছে। লালকেল্লায় বসানো হয়েছে আন্টি-ড্রোন সিস্টেম। সন্ত্রাসবাদী হামলা রুখতে এয়ার ডিফেন্স গান, স্নাইপার, এলিট সোয়াট কম্যান্ডো ও শার্পশুটার মোতায়েন থাকবে লালকেল্লার বিভিন্ন অংশে। লালকেল্লার সামনে জ্ঞান পথ থেকে গোটা চত্বর ফুলের সাজে ও জি-২০ পোস্টারে সাজিয়ে তোলা হবে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ও সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে ১,৮০০ মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল, ইন্ডিয়া গেট, বিজয় চক, নয়াদিল্লি রেল স্টেশন, প্রগতি ময়দান, রাজঘাট, জামা মসজিদ মেট্রো স্টেশন, রাজীব চক মেট্রো স্টেশন, দিল্লি গেট মেট্রো স্টেশন, আইটিও মেট্রো গেট, নওবতখানা এবং শীষগঞ্জ গুরুদ্বার সহ ১২টি বিভিন্ন স্থানে সেলফি পয়েন্টেরও ব্যবস্থা থাকছে। এই সেলফি পয়েন্টগুলি সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচির আদলে তৈরি করা হয়েছে।

হিমাচলের সোলানে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃত কমপক্ষে ৭, বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সিমলা, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : হিমাচল প্রদেশের সোলানে মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন। জলের তোড়ে ভেসে ও ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে সাত জনের। কোনওমতে উদ্ধার করা হয়েছে ছয়জনকে। ভারী বৃষ্টির জেরে পাহাড়ের একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে, যার কারণে রাজ্য জুড়ে ৪৫২টি রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আপাতত স্কুল-কলেজও বন্ধ রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে, বৃষ্টিতে বেশ কিছু বাড়ি ভেঙে পড়েছে। জলে ভেসে গিয়েছে গাড়িও। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সোলান জেলার মামলিঘ গ্রামে মেঘভাঙা বৃষ্টি নামে। দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৭ জনের মৃত্যু হয়। কমপক্ষে ২টি বাড়ি ও একটি গোশালা জলের তোড়ে ধুয়ে মুছে গিয়েছে।

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃতুর খবর পেয়েই শোক প্রকাশ করেছেন হিমাচল প্রদেশের মুখমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু।সোমবার তিনি টুইট করে শোক প্রকাশ করেন। প্রশাসনকে সাহায্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। মৌসম ভবনের তরফে আগামী তিনদিনও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ভারী বৃষ্টির কারণে সোমবার রাজ্যের সমস্ত স্কুল-কলেজ সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধসের জেরে ৪৫২টি রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এরমধ্যে মান্ডি জেলাতেই ২৩৬টি রাস্তা বন্ধ। সিমলায় ৫৯টি ও বিলাসপুরে ৪০টি রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ধসের জেরে। পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অমৃত কালের উদযাপনে জাতীয় পতাকা বিক্রি নগর পঞ্চায়েতের

ধলাই, ১৪ আগস্ট (হি. স.) : স্বাধীনতার অমৃত কাল উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা এবং সৌভাতৃত্বের প্রতি পূর্ন আস্থা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য রয়েছে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি। আর সাধারণ নাগরিকদের কাছে জাতীয় পতাকা সহজে পৌঁছে দিতে এগিয়ে এলো কমলপুর নগর পঞ্চায়েত।

হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির আওতায় প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিক নিজের বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারেন। এর জন্য সরকারি বিভিন্ন কার্য্যালয় ও অফিসে নূন্যতম দামে জাতীয় পতাকা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগে সামিল হল কমলপুর নগর পঞ্চায়েত। শুক্রবার থেকে রবিবার স্ব সহায়ক দলের মহিলা সদস্যরা বিক্রি করেছেন ছোট ও মাঝারি আকৃতির জাতীয় পতাকা। নগর পঞ্চায়েত থেকে জানা গেছে রবিবার পর্যন্ত এই দুই ধরনের পতাকা মিলিয়ে ৪২৫ টি জাতীয় পতাকা বিক্রি হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে আরো চাহিদা ছিল। কিন্তু তাদের কাছে জাতীয় পতাকা আর নেই।সাধারণ মানুষ থেকে পথচারী সকলেই যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে নিয়েছেন জাতীয় পতাকা।

জোশীমঠের একাধিক জায়গায় মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ

জোশিমঠ, ১৪ জুলাই (হি. স.) : উত্তরাখণ্ডের জোশীমঠ ও আশেপাশের একাধিক এলাকায় মেঘ ভাঙা বষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রবিবার রাতের মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে গরুড় গঙ্গা লজ নদীর তীরবর্তী দুটি বাড়ি নদীতে ভেসে গেছে। পিপলকোটি থেকে মায়াপুর পর্যন্ত ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে।

গরুড় গঙ্গা পাখির বাসিন্দা ভুবনেশ জোশীর মতে, নদীতে রঞ্জিত সিং রানা, দারোয়ান সিং এবং ধন সিং-এর বাড়ি ভেসে গেছে। নগর পঞ্চায়েত পিপলকোটির বহু যানবাহন ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে। সেখানে এক ব্যক্তি ভেসে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া আসবাবপত্র, পশুপাখীও জলের তোড়ে ভেসে গেছে। মানুষ আতঙ্কে আছে।

শিমলায় ভূমিধসে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা বহু, ৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধাব

শিমলা, ১৪ আগস্ট(হি.স) : শিমলায় ভূমিধসে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে বহু মানুষ। ধ্বংসস্তূপ থেকে তিনজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। রাজধানী শিমলার সামারহিলে ভূমিধসের ফলে একটি প্রাচীন শিবমন্দির সোমবার সকালে ভেঙে পড়ে। ধ্বংসস্তূপের নিচে প্রায় ২৪ জন মানুষের চাপা পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদের মধ্যে রয়েছে একই পরিবারের সাতজন। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এখনও পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপ থেকে তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। এদের মধ্যে দুটি শিশুও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন পাঁচজন ব্যক্তি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন সিমলার ডিসি আদিত্য নেগি এবং এসপি সঞ্জীব গান্ধী। আহতদের মধ্যে রয়েছেন অরুণ কুমার (২৮), সাওয়ান (৩৩), মনু (১৯), অঙ্কু (২৬), রাহুল (১৯)। আহতরা সবাই কাঠের শ্রমিক বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানায়, সকাল ৭টা ১৫ মিনিট নাগাদ ভূমিধস হয়। সোমবার হওয়ায় স্থানীয়রা ওই শিব মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে বিপাকে পড়েন। এসপি সঞ্জীব গান্ধী জানিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপ থেকে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ত্রাণ কাজ চলছে। ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়েছে বহু মানুষ। তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

নেপালে ধুমধাম করে পালিত হল ভারতীয় উৎসব

কাঠমাণ্ডু, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : নেপালে ভারতীয় দূতাবাসে ''ভারত মহোৎসব'' অত্যন্ত আড়ম্বরে পালিত হল।সোমবার নেপালে বসবাসরত ভারতীয়দের সংগঠন ইন্ডিয়ান সিটিজেন অ্যাসোসিয়েশন অফ নেপাল (আইসিএএন) এবং ভারতীয় দূতাবাস যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে আয়োজিত হয় বলে জানা গিয়েছে।

ভারতের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দূতাবাসের প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই উৎসবে প্রায় ২, ৫০০ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। উৎসবে অংশ নিতে ভারত থেকে আসেন গায়ক হেমন্ত ব্রিজবাসী। তাঁর গান সকলকে মুগ্ধ করে। কাঠমান্ডুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, ডিএভি স্কুল এবং মডার্ন ইন্ডিয়ান স্কুলের শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনাও ভারত মহোৎসবের আকর্ষণ ছিল। আইসিএএন গত চার বছর ধরে নেপালে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। ভারতীয় দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অফ মিশন (ডিসিএম) প্রসন্ন শ্রীবাস্তব বলেন, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতের উৎসবের আয়োজন এখানে বসবাসরত ভারতীয় নাগরিকদের পরিবারের মধ্যে বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে।

পাঠানকোটে ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু অনুপ্রবেশকারীর

চণ্ডীগড়, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : পঞ্জাবের পাঠানকোটে ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করছিল এক অনুপ্রবেশকারি। বিষয়টি বিএসএফের নজরে আসতেই সতর্ক করা হয়। না থামায় এরপর গুলি চালানো হয় অনুপ্রবেশকারীকে লক্ষ্য করে। বিএসএফের গুলিতে এক অনুপ্রবেশকারীর মৃত্যু হয়।

সোমবার বিএসএফের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, রবিবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ পঞ্জাবের পাঠানকোটের সিম্বল সাকোল গ্রামের কাছে আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিল এক অনুপ্রবেশকারী। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিএসএফ বাহিনী দেখতে পেয়েই সতর্ক করে। কিন্তু তারপরও ওই অনুপ্রবেশকারী থামেনি, সে ভারতীয় জমিতেই এগোতে থাকে। বিপদ আশঙ্কা করে বিএসএফ ওই অনুপ্রবেশকারীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অনুপ্রবেশকারীর। এখনও অবধি অনুপ্রবেশকারীর নাম জানা যায়নি।

গোরক্ষনাথ মন্দিরে রুদ্রাভিষেক করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ

গোরখপুর ১৪ আগস্ট (হি.স.) : সোমবার গোরক্ষনাথ মন্দিরে রুদ্রাভিষেক করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মুখ্যমন্ত্রী যোগী ভগবান শিবের কাছে এদিন সাধারণ মানুষের ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রার্থনা করেন

যোগীর রুদ্রাভিষেক আচার শুরু হয় ভগবান গণেশের পূজা দিয়ে। এ সময় পুরো মন্দির প্রাঙ্গণ বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে মুখরিত হয়ে ওঠে। গোরক্ষপীঠধীশ্বর এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শ্রাবণ মাসের সোমবার সকালে অনুষ্ঠিত এই আচারের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক পূজা করলেন। এই সময়, মন্দিরের সাথে যুক্ত যোগী এবং পুরোহিতরা তাঁকে ঘিরে মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন।

ধূপগুড়িতে যান্ত্রিক গোলযোগের জেরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

ধূপগুড়ি, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : যান্ত্রিক গোলযোগের জেরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গুয়াহাটি গামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। সোমবার ধূপগুড়ির পরের স্টেশন কলাই গ্রামে দীর্ঘক্ষণ আটকে রয়েছে ভারতীয় রেলের উচ্চগতিসম্পন্ন ট্রেনটি।নির্দিষ্ট সময়েই নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন ছাড়ে গুয়াহাটিগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। কিন্তু কিছুদূর আসার পরই এই এক্সপ্রেস ট্রেনে গোলযোগ দেখা দেয়। মূলত ব্রেকিং সিস্টেমেই সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সকাল ৭টা নাগাদ ওই স্টেশন পার করার কথা ছিল বন্দে ভারতের। খবর পেয়ে রেলের আধিকারিকরা পৌঁছেছেন সেখানে। যান্ত্রিক গোলযোগ সারিয়ে ট্রেনটিকে যত দ্রুত সম্ভব গন্তব্যের উদ্দেশে রওনার ব্যবস্থা করছেন আধিকারিকরা। ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ায় দীর্ঘক্ষণ ধরে বন্ধ রয়েছে রেলগেট। এর জেরেই সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সমস্যা তৈরি হয়েছে ওই এলাকায়।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৭ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তে

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

শক্তির জন্য রোজ যে সব প্রোটিন খাবেন

আজকাল সকলেই ব্যস্ত। সব সময় ছুটে চলেছেন। আর এই সারাদিন ছুটে চলার ফলে নাওয়া-খাওয়ার কোনও সময় থাকে না। সারাদিন কাজ আর কাজ। ঘুমের জন্যেও সময় নেই। ঘুম কষ্ট করে রোজের রুটিন থেকে ৫ ঘন্টা বের করতে হয়। যে কারণে ঘুমও অনেক কম হয়। আর তাই সকালে ঘুম থেকে উঠলেই ক্লান্ত লাগে। একরকম জোর করেই নিজের শরীর টেনে নিয়ে কাজ করতে হয়।

দিনের পর দিন যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে অবশ্যই তা হেলাফেলা না করে চিকিতকের পরামর্শ নিতে হবে। সেই সঙ্গে পরিবর্তন আনতে হবে রোজের ডায়েটেও। কম ঘুম শরীরের জন্য মোটেও ভাল নয়।

আর এই ক্লান্তি, দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে রোজের পাতে প্রোটিন, ক্যালশিয়াম, আয়রন, ফাইবারের মত প্রয়োজনীয় পুষ্টি রাখতে হবে। নিয়মিত ভাবে এই সব পুষ্টিকর খাবার খেতে পারলে ক্লান্তি দূর হবে সহজেই। আর এই খাবারের তালিকায় যে সব খাবার রোজ অবশ্যই রাখবেন-

ডিম- যাঁরা ডিম খান তাঁদের উচিত রোজ একটা করে ডিমসিদ্ধ খাওয়া। ডিমের মধ্যে প্রোটিন, ফ্যাট, ক্যালশিয়াম থাকে। যে কারণে একটা ডিম থেকে প্রচুর পরিমাণ এনার্জিও পাওয়া যায়। অমলেট বানিয়েও খেতে পারেন তবে সিদ্ধ খেলেই সবচাইতে ভাল।

কলা- কলার মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার আর পটাশিয়াম থাকে। আর তাই যে কারণে ওয়ার্ক আউটের পর কলা খেতে বলা হয়। ওয়ার্ক আউট শুরু করার আগে একটা কলা খান, ভাল ফল পাবেন।

বাদাম- বাদামের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ হেলদি ফ্যাট। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রোটিনও। তাই ওজন কমাতে এবং রক্ত শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতে রোজ একমুঠো করে বাদাম খান। হার্টের জন্যেও বাদাম খুব উপকারী।

তরমুজ- তরমুজের মধ্যে জল, ভিটামিন আর খনিজ এই সবই রয়েছে। গরমের দিনে ডিহাইড্রেশন বেশি হয়। আর তাই এই সময় তরমুজ খান রোজ। এছাড়াও খেতে পারেন জুস বানিয়ে। এতে শরীরে জলের পরিমাণ ঠিক থাকে। পালং শাক- পালং শাকের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ আয়রন। যা কোষে অক্সিজেন পরিবহনে সাহায্য করে। যার ফলে শরীরে আয়রনের ঘাটতি পূরণ হয়। চিয়া বীজ- চিয়া বীজ শরীরের গ্লুকোজ হোমিওস্টেসিস বজায় রাখতে এবং রক্তে শর্করা প্রতিরোধে সাহায্য করে। এই বীজগুলিতে উপস্থিত ফাইবার শরীরকে শক্তিশালী রাখে।

খেজুর- খেজুরের মধ্যে ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম, দস্তা এবং আয়রন থাকে। যা শরীরের অনেক উপকারে লাগে। আর তাই রোজ সকালে খেজুর খান। আগের রাতে তা জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে খালিপেটে খান।

শুধু জানুন কোন সবজির উপর বেশি জোর দেবেন

একবার ডায়াবেটিস ধরলে সহজে পিছু ছাড়ে না। তার উপর ডায়াবেটিসের হাত ধরে চোখ, পা, ত্বকের সমস্যা চলে আসে। এমনকী ধীরে ধীরে কিডনির উপরও প্রভাব পড়তে থাকে। তাই ডায়াবেটিসে চিকিতকেরা প্রথম থেকে সাবধান হওয়ার কথা বলেন। সাধারণত রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ওষুধ খেতে হয়।

তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। যেমন চিনিযুক্ত খাবার একদম চলে না। কার্বোহাইড্রেটেড যুক্ত খাবারও বুঝে শুনে খেতে হয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালি ডাল, ভাত, তরকারির উপরই বেশি জোর দেয়। যদিও এক বাটি সবজির তরকারি খেয়েও আপনি রক্তে শর্করার

মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। শুধু আপনাকে জানতে হবে, কোন কোন সবজির উপর আপনি বেশি ভরসা করবেন। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক, আপনার রোজের ডায়েটে কী-কী সবজি রাখতেই হবে।

টমেটো- টমেটো ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য দারুণ উপকারী। গ্লাইসেমিক সূচকেও এই সবজি কম র্যাংকে রয়েছে। আপনি বিভিন্ন রান্নায় টমেটো ব্যবহার করতে পারেন। আবার স্যালাদ হিসেবে কাঁচাও খেতে পারেন। টমেটো আপনার হার্টের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী।

পালং শাক- শীতের মরশুম শেষ। কিন্তু শীতের এই সবজি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপযুক্ত। পালং শাক খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাছাড়া পালং শাক ওজন কমাতে সাহায্য করে। ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ওজনকে বশে থাকা খুব জরুরি।

মিষ্টি আলু- অনেকেই মনে করেন যে, সুগার থাকলে আলু খাওয়া চলে না। কিন্তু সীমিত পরিমাণে আলু খেলে কোনও সমস্যা হয় না। আর যদি রাঙা আলু খান তাহলে তো আর কোনও চিন্তাই নেই। ডায়াবেটিস ডায়েটে রাঙা আলু রাখলে রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। গাজর- সবজি তরকারিতে গাজর দিতে পারেন। গাজর শীতকালীন সবজি হলেও এখন সারাবছর বাজারে এই সবজি পাওয়া যায়। তাছাড়া গাজর রক্তে সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। করলা- করলা বা উচ্ছে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে দারুণ উপকারী। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। তাছাড়া এই সবজি ইনসুলিনের উত্তাদন ও কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে।

অলিভ অয়েল- তরকারি রাঁধতে গেলে তেল ও মশলা প্রয়োজন। তা না হলে খাবারে স্বাদ আসে না। আর রান্নার সময় তেলের উপরও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারলে খুব ভাল। এতে মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে যা ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য খুব উপযুক্ত। আর মশলা হিসেবে হলুদ, গোলমরিচ, দারুচিনির মতো ভেষজ উপাদান ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য খুবই উপকারী।

দুপুরের ভাতের সঙ্গে রুই, কাতলা মাগুর খেয়েও ওজন কমাতে পারেন

ওজন কমানো সহজ কাজ নয়। শরীরচর্চার পাশাপাশি ডায়েটের দিকেও বিশেষ নজর দিতে হয়। এমন বেশ কিছু খাবার রয়েছে, যা ওজন কমাতে সাহায্য করে। তবে, ওজন কমাতে গেলে মাটনের মতো ফ্যাট জাতীয় খাবার একদম চলে না। কিন্তু আপনি চিকেন, মাছ ইত্যাদি খেতে পারেন। মাছে-ভাতে বাঙালি যদি মাছ খেয়ে ওজন কমাতে পারে, তাহলে আর অন্য কোনও খাবারের উপর কেন নির্ভর করে থাকবেন।

কিন্তু সমস্যা হল, ওজন কমানোর জন্য ঠিক কোন মাছটা বেশি করে খাবেন? মৌরলা, শিংঙি, মাগুর থেকে শুরু করে রুই, কাতলা, পমফ্রেট সব ধরনের মাছ পাওয়া যায় বাংলার বাজারে। কিন্তু ওজন কমানোর জন্য কোনটি কিনবেন? রইল টিপস

বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মাছ খেলে ওজন কমে এবং বেশ কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায়। দ্য আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশিত গবেষণা পত্র অনুযায়ী, সপ্তাহে দু' থেকে তিনবার মাছ খেলে আপনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারবেন। মাছ হল এমন একটি খাবার যা প্রোটিনের সমৃদ্ধ উত। তাই মাছ খেলে পেট দীর্ঘক্ষণ ভর্তি থাকে আর এতে উল্লেখযোগ্যভাবে ওজন কমে। অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত মাংস কিংবা মাটনের মতো খাবারের

তুলনায় অনেক কম ক্যালোরি রয়েছে মাছে। ফ্যাটের পরিমাণও সীমিত। সুতরাং, মাছ খেলে ওজন বেড়ে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

মাছ খাওয়ার সবচেয়ে বড় উপকারিতা হল, এর মধ্যে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। এই পুষ্টি শরীরে প্রদাহ কমায়, হার্টের স্বাস্থ্য বজায় রাখে, উজ্জ্বল ত্বক প্রদান করে এবং ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। সুতরাং, ওজন কমানোর পাশাপাশি সুস্থ জীবনযাপনের জন্য মাছ খাওয়া দরকার। তাছাড়া মাছ মেটাবলিজম রেট বাড়াতে সাহায্য করে। এটি ওজন কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু সমস্যা আবারও একই জায়গায়। কোন মাছ খাবেন?

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্যালমন, টুনা, রাভা, সার্ডিন, টারলি, ম্যাকরেল, বাঙদার মতো মাছগুলো ওজন কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া শামুক, ঝিনুক, চিংড়ি, ক্যাটফিশের মতো সামুদ্রিক খাবারও খেতে পারেন। তবে এগুলো সীমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত, কারণ এতে বেশ উচ্চ পরিমাণে মারকিউরি থাকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য উপযুক্ত নয়। কিন্তু বাজারে চিংড়ি, ঝিনুক সহজে পাওয়া গেলেও স্যালমন, টুনার মতো মাছ পাওয়া যায় না। তাহলে উপায় কী?

বিশেষজ্ঞদের মতে, ওজন কমাতে সাহায্য করে ইলিশ, পমফ্রেটের মতো মাছও। মাগুর মাছ ওজন কমাতে দারুণ সহায়ক। এছাড়া ছোট মাছ যেমন পুঁটি, মৌরলা, আমুদি, ট্যাংরা ইত্যাদি মাছ খেতে পারেন। আর রোজের ডায়েটে যদি পোনা মাছ যেমন রুই, কাতলা রাখেন তাহলেও ওজন কমাতে পারবেন। এই সব পুষ্টিতে সমৃদ্ধ। এই সব মাছের মধ্যে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন বি, ভিটামিন ই, ভিটামিন ডি এবং আরও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেয়ে যাবেন। এই মাছগুলো যেমন ওজন কমাবে, তেমনই আপনার স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখবে।

দই খাওয়ার সময় এই পাঁচ ভুল মোটেই করবেন না

দই শরীরের জন্য খুবই ভাল। নিয়মিত ভাবে টকদই খেতে পারলে ওজন থাকবে নিয়ন্ত্রণে। সেই সঙ্গে দূর হবে অন্যান্য শারীরিক সমস্যাও। শীতের দিনে দই একটু কম খাওয়া হলেও গরমের দিনে অধিকাংশই দুপুরের খাবার খেয়ে বাড়িতে দই খান। এছাড়াও দই দিয়ে লস্যি, স্যালাড, কাস্টার্ড-সহ আরও অনেক কিছুই বানানো যায়।

ঠাণ্ডায় দই খাওয়ার অন্যরকম মজা থাকে। এছাড়াও গরম লুয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে এই টকদই। এছাড়াও টকদইয়ের মধ্যে রয়েছে হাজারো উপকারিতা। দই অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেট ভরিয়ে রাখে। সেই সঙ্গে চর্বি বাড়তে দেয় না। হজম ঠিক ভাবে করিয়ে দেয়, পেট ঠান্ডা রাখে। এছাড়াও কফ, কাশির সমস্যা দূর করতে, শরীরে শক্তি বাড়াতে এবং বাতের ব্যথা সারাতে কার্যকরী হল টকদই। শরীরের জন্য এত উপকারী সত্ত্বেও দই খাওয়ার সময় কিছু নিয়ম মেনে চলতেই হবে। নইলে কিন্তু সমূহ বিপদ।

দই গরম করে খাবেন না- কোনও ভাবেই দই গরম করে খাবেন না। প্রাকৃতিক ভাবে দই ঠাণ্ডা। তাই সাধারণ তাপমাত্রায় থাকা দই খান বা দই ঠাণ্ডা করে খান। অনেক রান্নাতেই দই ব্যবহার করা হয়। তবে দই দিয়ে তৈরি রান্না বেশিবার গরম করলে তার খাদ্যগুণ কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তা শরীরের ক্ষতি করে। কফের সমস্যায় দই নয়- সর্দি, কাশি, কফের সমস্যা লেগে থাকলে একেবারেই দই খাবেন না। এতে কফ, সর্দি আরও অনেক বেশি বসে যায়। আর তাই দই এড়িয়ে চলুন। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

রাতে দই নয়- দিনে সময় পান না বলে অনেকেই রাতে দই খান। এতে কফের সমস্যা বাড়তে পারে। প্রয়োজনে বাটার মিল্ক খেতে পারেন। বাটার মিল্কের মধ্যে ভাজা জিরে গুঁড়ো, সামান্য নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে খেলে শরীরের অনেক উপকার হবে। এছাড়াও রোজ দই খেতে হবে এরকমও নয়। ফলের সঙ্গে নয়- ফলের সঙ্গে দই না মিশিয়ে খেলেই ভাল। দই, চিঁড়ের সঙ্গে কলা দিয়ে খেতে পারেন। ওটস বা মুজলির সঙ্গেও টকদই দিয়ে খেতে পারেন। কিন্তু খালি পেটে টকদই এর সঙ্গে ফল মিশিয়ে না খেলেই ভাল। এতে বিপাকে সমস্যা হয়, অ্যালার্জির সমস্যাও হতে পারে। মাছ, মাংসের সঙ্গে নয়- দই মাছ কিংবা দই মাংস হলে তার সঙ্গে শেষপাতে দই একেবারেই খাবেন না। এছাড়াও মাটন খেলে সঙ্গে দই একেবারেই নয়। অনেক বাড়িতেই পঞ্চব্যাঞ্জনের সঙ্গে দই দেওয়া হয়। যা ঠিক নয়।

ভাতের সঙ্গে রাজমা ডাল খেয়েও কোলেস্টেরল বশে থাকবে

এখন মানুষ স্বাস্থ্য নিয়ে অনেক বেশি সচেতন। বিশেষত কোলেস্টেরলের সমস্যা নেই। কারণ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে এখান থেকে হৃদরোগের ঝুঁকিও তৈরি হয়। অনেক সময় বাড়ির রান্না করা খাবার খেয়েও কোলেস্টেরলের সমস্যা দেখা দেয়। অতিরিক্ত তেল, মাটন, চর্বিযুক্ত খাবার খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়বেই।

আবার বাড়ির রান্না করা খাবার খেয়েই কিন্তু আপনি কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতেও পারেন। যে সব খাবারে ফাইবারের পরিমাণ বেশি রয়েছে, সেই খাবার কোলেস্টেরলের রোগীদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। ওটস, আপেল তো ব্রেকফাস্টে খাবেন। কিন্তু দুপুরের পাতে কোন খাবার রাখলে, উপকার পাবেন জানেন? ডাল-ভাত। তবে, আপনাকে খেতে হবে রাজমা ডাল।

রাজমা কোলেস্টেরলের রোগীদের জন্য দারুণ উপকারী। রাজমার মধ্যে বেশ উচ্চ পরিমাণে ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়। এটি হার্টের স্বাস্থ্য ও মজবুত হাড় গঠনের ক্ষেত্রে উপযোগী। সুতরাং, দুপুরের ডাল-ভাতে যদি রাজমা রাখেন, তাহলে কোলেস্টেরল নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতে হবে না। রাজমা মূলত রক্তে ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। তাছাড়া রাজমার মধ্যে ফাইবার রয়েছে, যা খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। রাজমা কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি এটি হজম স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং ওজন কমায়। এমনকী ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও উপকারী রাজমা। কিন্তু কী ভাবে রাজমা খাবেন? রইল টিপস।

রাজমা তৈরির টিপস-

রাজমার ডাল বানিয়ে খেতে পারেন। কিন্তু রাজমা রান্না করার সময় কয়েকটি টিপস আপনাকে মানতে হবে। যেমন রাজমা রান্নার আগে আপনাকে ডালটা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি আগের দিন রাতে রাজমা জলে ভিজিয়ে রাখুন। রাজমা কমপক্ষে ১২ থেকে ১৮ ঘন্টা জমে ভিজিয়ে রাখতে হবে। কারণ রাজমা ভাল করে সেদ্ধ না হলে, তা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। এতে বদহজম হতে পারে। পাশাপাশি আপনি রাজমার কোনও গুণ পাবেন না।

যে ভাবে রাজমা বানাবেন-

রাজমা আগের দিন ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে ওই ভেজানো রাজমা প্রেসার কুকারে দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। অন্তত পাঁচটা সিটি দেবেন। এবার কড়াইতে এক চামচ তেল গরম করুন। এতে পেঁয়াজ কুচি, আদা কুচি, রসুন কুচি দিন। পরিমাণমতো নুন, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। এবার এতে টমেটো কুচি, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর গরম মশলা দিয়ে কষিয়ে নিন। এবার এতে সেদ্ধ করে রাখা রাজমাটা দিয়ে দিন। ভাল করে নেড়ে নিন। এবার পরিমাণমতো জল দিন। ২-৩ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। রাজমা সেদ্ধ হয়ে গেলে এবং মশলার সঙ্গে মিশে গেলে আঁচ নিভিয়ে দিন। উপরে ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন রাজমা কারি।

অনিয়ন্ত্রিত ডায়েটের ফলে ত্বক এবং চুলে যেসব লক্ষণ দেখা দেয়

ওজন কমাতে তরুণ প্রজন্মের অনেকেই ঝুকছেন অনিয়ন্ত্রিত ডায়েটের দিকে। নিজেকে সুদর্শন দেখানোর জন্য অভিজ্ঞ ডায়াটিশিয়ানের পরামর্শ না নিয়ে, চটজলদি ফলের আশায় তারা নানা ধরনের চার্ট অনুসরণ শুরু করেন। আর এটিই হচ্ছে বিপদের কারণ।

চিকিতকদের মতে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মোটামুটি দৈনিক তিন হাজার কিলো ক্যালরি চাহিদা রয়েছে।

কিন্তু ক্র্যাশ ডায়েটে সেই চাহিদা ৮০০ কিলো ক্যালরিতে বেঁধে দেওয়া হয়। এর সরাসরি কুপ্রভাব দেখা যায় সেই ব্যক্তির ত্বক ও চুলে। আর এই ক্ষতি সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই ডায়েট অনুসরণকারীরা সচেতন থাকেন না।

যে কোনও সুষম ডায়েটে ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ এবং ইলেকট্রোলাইটসের ভারসাম্য থাকে। কিন্তু ডায়েটের আমূল পরিবর্তনে শরীরে এই উপাদানগুলোর ঘাটতি তৈরি হয়।

চলুন দেখে নেওয়া যাক অনিয়ন্ত্রিত ডায়েটের ফলে ত্বক এবং চুলে কী কী উপসর্গ দেখা যায়- ত্বক ও চুলের যে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা থাকে, তা অনেকটাই কমে যায়। ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। বেশি বয়সে ত্বকের ইলাস্টিসিটি কমে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কম বয়সে এমন ডায়েটের কারণে ত্বকের টানটান ভাব কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বলিরেখাও দেখা দিতে পারে। কারও ত্বকে ছোপ ছোপ কালো দাগ, কারও বা সাদা দাগ হতে পারে। ঠোঁট, হাতেও এমন স্পট দেখা যেতে পারে। ত্বকের জালিকা বা ক্যাপিলারি ফেটে রক্ত পড়তে পারে। শরীরে প্রোটিনের জোগান কমে যাওয়ায় চনমনে বা ফুরফুরে ভাব কমে যেতে পারে। কাজে অনীহা, ক্লান্তি দেখা দেয়।

ভিটামিন এ-র অভাবে রাইনোডার্মা বা টোড স্কিন হতে পারে। এতে ব্যক্তির হাত-পায়ে পদ্মকাঁটার মতো দেখা যায়। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বা রাইবোফ্লেভিনের অভাবে ঠোঁট লাল হয়ে থাকে, ঠোঁটের কোণ ফেটে যায়।

ভিটামিন বি টুয়েলভের অভাবে হাতের আঙুলগুলো কালো হয়ে যায়। ঠোঁটের স্বাভাবিক আর্দ্রতা কমে গিয়ে শুষ্ক হয়ে যায়।

ভিটামিন সি-এর অভাবে হাত-পায়ে ছোপ পড়তে পারে। ত্বক ফেটে রক্ত পড়তে পারে। হাত-পায়ের তালুতে লাল ছোপ ছোপ দেখা যায়।

ভিটামিন বি সিক্স-এর অভাবে ঠোঁটের কোণে ঘা, জিভ লাল হয়ে যায়। ভিটামিনের অভাবেই জিভের ক্যাপিলাগুলো বড় হয়ে যায়। নখের গ্রোথ কমে যায়। নখ ভঙ্গুর হয়ে যায়। কারও নখে গর্ত বা দাগের মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

চুলের সমস্যা-

ক্র্যাশ ডায়েটের কারণে শরীরে প্রয়োজনীয় ভিটামিনের ঘাটতি হয়। যার ফলে চুলের ঔজ্জ্বল্যও কমতে থাকে। চুল খুব ভঙ্গুর হয়ে যায়। ঘুম থেকে উঠে বালিশে বা স্নানের সময়ে অস্বাভাবিক পরিমাণে চুল পড়ে যাওয়া এমন ডায়েটের কারণে হতে পারে। চুল শুষ্ক হয়ে যায়। চুলের স্বাভাবিক রঙেরও পরিবর্তন দেখা যায়। হাত দিয়ে টানলেই চুল পড়ে যাওয়া এই সমস্যার একটি উপসর্গ।

চলুন দেখে নেওয়া যাক এর চিকিতা

মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট দিয়ে এই ভিটামিনগুলোর ঘাটতি পূরণ করা হয়। কখনও বা ভিটামিনের ঘাটতি গুরুতর হলে, ভিটামিন বি-টুয়েলভ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এই চিকিতা কয়েক মাস পর্যন্ত চালানো জরুরি।

ত্বক এবং চুলের শুষ্কতা দূর করার জন্য ময়শ্চারাইজার দেওয়া হয়। পিগমেনটেশন দূর করার জন্য সানস্ক্রিন ব্যবহারের পরামর্শ দেন চিকিতকেরা।

তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, রোগের কারণ নির্মূল না করলে ত্বকের সমস্যা মিটবে না। অভিজ্ঞ ডায়াটিশিয়ান এবং চিকিতকের পরামর্শ নিয়ে ডায়েট চার্ট তৈরি করতে হবে।

ওরাল ক্যান্সার কেন হয়ে থাকে

ওরাল ক্যান্সার বর্তমানে ছড়িয়ে পড়ছে। একসময় এই রোগ পরিচিত ছিল না। বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষত আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপাইন এবং শ্রীলংকার অন্যতম প্রধান সমস্যা এটি।

এর মূল কারণ এসব অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাস, অভিরুচি, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও ব্যক্তি বিশেষে বদঅভ্যাস। যেমন- সুপারি-জর্দা চিবানো, তামাক ও অ্যালকোহলের ব্যবহার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওরাল ক্যান্সার মূলত জিহ্বা, মুখ, মুখের পেছনে গলা ও ঠোঁটের স্কোয়ামাশ টিস্যুতে হয়ে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর ঝুঁকিও বাড়তে থাকে। ওরাল ক্যান্সারের কারণ ও প্রতিকার নিয়ে যুগান্তরের পাঠকদের পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (ডেন্টাল শিক্ষা) ডা. মো. মোশাররফ হোসেন খন্দকার (মুসা)। ওরাল ক্যান্সার কেন হয়- পান, সুপারি, গুল, জর্দা, সিগারেটসহ অন্যান্য তামাক বা তামাকজাত পণ্য গ্রহণ।-বেশিমাত্রায় অ্যালকোহল পান।- বংশগত কারণ।- সূর্যের আলোতে অতিরিক্ত অবস্থান, বিশেষত অল্প বয়সে।-ঠোঁট বা মুখে দীর্ঘদিনের ঘা।- হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস (এইচপিভি)। নির্দিষ্ট এইচপিভি স্ট্রেনগুলো স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমার (এসিসি) জন্য দায়ী। কী করবেন- তামাক, তামাকজাত পণ্য ও অ্যালকোহল সেবন পুরোপুরি বাদ দেওয়া।-সূর্যের আলোতে সরাসরি অবস্থান না করা।- দাঁতের নিয়মিত যত্ন নেওয়া। মুখ ও দাঁত পরিষ্কার রাখা শরীরের অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের জন্য জরুরি। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রচুর সবজি ও ফল থাকা উচিত। সবুজ-লাল-হলুদ-বেগুনিসহ নানা রঙের সবজি ও ফলে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মুখের ক্যান্সারসহ নানা রোগের ঝুঁকি কমিয়ে দিতে পারে। বছরে দু'বার ডেন্টাল চেকআপ করলে, মুখের ক্যান্সার বা যে-কোনো ধরনের অস্বাভাবিকতা প্রথমেই ধরা পড়ে। ফলে তা দ্রুত প্রতিকার করা সম্ভব হয়।

অমৃত কালের উদযাপন কি লোকসভা অভিমুখী রাজনৈতিক চমক, না কি সময়ের প্রয়োজন ? খুঁজে দেখার চেষ্টা

ধলাই, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : ২০২১ থেকে আরম্ভ করে ২০৪৭ পর্যন্ত মোট ছাব্বিশ বছরের সময়কালকে অমৃত কাল ধরে নিয়ে স্বাধীনতার উদযাপন চলছে দেশজুড়ে। এই উদযাপন শেষ হবে দেশ যখন স্বাধীনতার শতবর্ষে পৌঁছবে। এরকম উদযাপন " মেরি মিট্টি মেরি দেশ " শব্দমালার আওতায় এবারই প্রথম হচ্ছে এমন নয়। ২০২১ থেকে উদযাপন চলছে। অনেকেই এই উদযাপনকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমালোচনা করছেন। বলার চেষ্টা হচ্ছে ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে দলের পক্ষে ভোট টানতে এই উদ্যোগ। আরও অনেকের বক্তব্য, ভারত সরকার নিজের ব্যর্থতা থেকে দেশবাসীর দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আরও অভিযোগ উঠছে, হিন্দি ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার কৌশল নেওয়ার। আর এই কর্মসূচির সমর্থনে যারা রয়েছেন তাদের বক্তব্য, বর্তমান প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতা এবং দেশপ্রেমকে আরো তাৎপর্যপূর্ণ এবং সক্রিয় করে তুলতে এই উদযাপনের কোন বিকল্প নেই। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচন যখন দোরগোড়ায় তখন এই যুক্তি পাল্টা যুক্তির বাস্তবতা যাচাই করার প্রয়োজন রয়েছে।

ভারতবর্ষ বলতে আমরা আজকে যে ভূখন্ড বুঝি স্বাধীনতার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কিন্তু এরকম ছিল না। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে স্বাধীনতার ঘোষনার আগে পর্যন্ত তা ছিল আরো বিশাল ও বিস্তৃত এক ভূখন্ড। ইংরেজ শাসকদের কৌশলে এবং মুসলিম লীগের একাংশ নেতার চাপে ও কিছু রাজনৈতিক নেতৃত্বের অপরিণামদর্শী আচরণে ভারতবর্ষ ভেঙে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন দেশ তৈরি হয়। এখনকার বাংলাদেশ তখন ছিল পাকিস্তানের অধীন। নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। পরে ১৯৭২ এ বাংলাদেশ নামে নতুন একটি দেশ তৈরি হয়। যে কয়েকটি দেশ প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল তার মধ্যে ছিল ভারতবর্ষ। ১৯৪৭ এ ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা পেয়েছি তা ছিল খন্ডিত স্বাধীনতা। বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট সদ্য স্বাধীন দেশে তখন আরও এক সমস্যা তৈরি হয়েছিল। ভারতবর্ষের যেসব এলাকা পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তানে পড়েছিল সেখান থেকে দলে দলে মানুষ চলে আসেন এই দেশে। জীবন বাঁচাতে এবং নিজের দেশে জীবন কাটানোর টানে ভিটেমাটি, জমি, সম্পত্তি ছেড়ে মানুষ চলে আসেন ভারতে। কয়েকটি এলাকায় এই চলে আসাকে কেন্দ্র করে জাতি দাঙ্গায় প্রাণ হারান বহু নিরপরাধ মানুষ। এই রকম কঠিন ও অবর্ণনীয় পরিস্থিতিকে কাটিয়ে দেশ যখন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছিল তখন এই গতিময়তা অনেকেরই সহ্য হয়নি। এর ফল হিসাবে ১৯৯৯ পর্যন্ত মোট ছয়বার বিদেশি আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হয়েছে ভারতবর্ষকে। ১৯৪৭, ১৯৬৫, ১৯৭১ ও ১৯৯৯ তে পাকিস্তানের আক্রমণ এবং ১৯৬২ ও ১৯৬৭ তে চিনের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হয়। দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বকে অখ্যত রাখে ভারতীয় সেনা। তবে ১৯৪৭ এর পাকিস্তান আক্রমণে কাশ্মীরের কিছু এলাকা দখল করে নেয় পাকিস্তান। এই এলাকায় " পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর " বা " আজাদ কাশ্মীর " হিসাবে পরিচিত। সরাসরি আক্রমণ বা প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বা অখণ্ডতা ভাঙতে পারেনি দুই দেশ। তবে এই পরিকল্পনা কেবল দুই দেশের ছিল এমন নয়। এর মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে ভারত বিরোধী আন্তর্জাতিক চক্র। এই চক্র দ্বিতীয় ধাপে দেশের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা কাজে লাগিয়ে ভারতবাসীর ঐক্য ভেঙে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। ভাষা, ধর্ম, সম্প্রদায়, খাদ্যাভাস, পোশাক সহ বিভিন্ন বৈচিত্র্যের নামে একজন ভারতীয় থেকে আরেকজনকে আলাদা করার চক্রান্তের ফল হিসাবে দেশের নানা প্রান্তে মাথাচাড়া দেয় বিচ্ছিন্নতাবাদ। একই সঙ্গে উগ্রবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ এক বিশাল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতার অমৃতকালে পৌঁছে দেখা যাচ্ছ এসব সমস্যাকে বেশ নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে দেশ। তবে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও উগ্রবাদী শক্তিগুলো দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করতে না পেরে মাদক ও জুয়ার ব্যাবহার করে যুব সমাজ ও পরবর্তী প্রজন্মকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা নিয়েছে। এর বিষবাষ্প আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেঁষা এলাকাগুলো থেকে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আশার কথা কড়া হাতে এর মোকাবিলা চলছে।

এই সমস্যা থেকে মানব সম্পদ বেরিয়ে আসার পাশাপাশি ক্রমাগত বাড়তে থাকা জনসংখ্যা এবং বাড়তে থাকা শিক্ষার হার আরো এক জটিলতা তৈরি করেছে। শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানের জটিলতা তৈরি হতে থাকে। আজকের দিনে ভারতবর্ষ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যার কর্মপ্রার্থীদের দেশগুলোর মধ্যে একটি। এছাড়া স্বাধীনতার প্রায় দেড় দশক পর থেকেই উঠে আসে নারীশিক্ষা ও মহিলা ক্ষমতায়নের এবং মহিলাদের সামাজিক সম্মান ও আর্থিক সমৃদ্ধির বিষয়গুলো। হিসেব করলে দেখা যায় গোটা অমৃত কালের প্রথম কয়েক দশক সরকারি ক্ষেত্রে চাকুরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের দাবি মেটানো গেছে। এর বড় কারণ ছিল দেশের সীমিত সংখ্যক এলাকায় বুনিয়াদি শিক্ষা থেকে উচ্চ ও কারিগরি শিক্ষার সুবিধা সীমাবদ্ধ থেকে যাওয়া। কিন্তু যখন গোটা দেশজুড়ে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে, আরো বেশি সংখ্যায় যুবকেরা শিক্ষিত হচ্ছেন তখন থেকেই শুধু সরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের দাবি মেরানো সম্ভব হচ্ছিল না। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় মেয়েরা আজকে প্রশাসন ও সমাজের এবং অবশ্যই পরিবারের গুরুদায়িত্ব সামলাচ্ছেন সফলতার সঙ্গে। কিন্তু মহিলা ক্ষমতায়ন এবং আর্থ - সামাজিক সশক্তিকরনের আওতায় বাইরে রয়ে গেছেন এর চেয়েও বড় সংখ্যার মহিলারা। অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে না এমন নয়। কিন্তু তার গতি খুবই শ্লথ। এর সঙ্গে রয়েছে মানব সম্পদের জন্য যথাযথ সংখ্যায় উন্নত, রোজগার কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যা চাহিদার তুলনায় খুবই কম। অনিয়ন্ত্রিত জন্মহার বা পরিবার পরিকল্পনার অভাব এর অন্যতম কারন। আমদের দেশে বহুদিন জনপ্রিয় ধারণা ছিল " বড় পরিবার সুখী পরিবার "। বর্তমানে পরিবারের আকার অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এলেও সম্পূর্ন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। দেশবাসী মনে করছেন ও আন্তরিকভাবে চাইছেন অমৃত কালের উদযাপনে এই বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া আরম্ভ হোক। এই পদক্ষেপ করতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল, সংস্থা ও সংগঠন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীকে নিজের কর্তব্য পালন করতে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে। আর এরজন্য শপথ নেওয়ার বা লাখ শুরু করার অমৃত কলই সবচেয়ে উপযুক্ত সময় বলে মনে করছেন দেশের মানুষ।

কোলহাপুরে অভিযান চালিয়ে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা তিন সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করল

মুম্বই, ১৪ আগস্ট (হি.স) : মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরের তিনটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে তিন সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। এই তিন সন্ত্রাসবাদীদের বাড়ি থেকে সন্দেহজনক নথি, ইলেকট্রনিক সামগ্রী ও লোহার অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এই তিনজনের সঙ্গে সন্ত্রাসী সংগঠনের সম্পর্ক আছে বলে জানা গিয়েছে। এই তিনজনকে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা জেরা করছে।

মহারাষ্ট্রের কোলহাপুর, হুপরি, নাসিকের পাঁচটি জায়গায় অভিযান চালায় এনআইএ টিম। রবিবার গভীর রাতে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে, এনআইএ-র দল সন্দেহভাজন তিন সন্ত্রাসবাদীকে জেরা করে জানার চেষ্টা করছে তারা কোন সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। তারা কি আদেও কোলহাপুরের স্থানীয় লোক নাকি বহিরাগত ? তাদের পরিকল্পনা কি ? তারা কি অতীতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছে ? এইসব নানা প্রশ্ন করে তাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করে আনার চেষ্টা চলছে।

উত্তরাখণ্ডে চারধাম যাত্রা দুদিনের জন্য স্থগিত

দেহরাদুন, ১৪ আগস্ট (হি.স) : উত্তরাখণ্ডে মুষলধারে বৃষ্টিপাতের কারণে আগামী দুই দিনের জন্য চারধাম যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী সমস্ত ত্রাণ ও উদ্ধারকারী দলকে ২৪ ঘন্টা সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বৃষ্টি এবং ভূমিধসের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য সোমবার মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি সরকারি বাসভবনে একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক করেছেন। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী পাউরি জেলায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে কিছু মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। পুষ্কর সিং ধামী আরও জানান, জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং জেলা প্রশাসন উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে খারাপ আবহাওয়ার জন্য চারধাম যাত্রা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূল হলেই চারধাম যাত্রা পুনরায় শুরু হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বশ্বের সবচেয়ে বড় কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স) : বিশ্বের সবচেয়ে বড় কুইজ প্রতিযোগিতা "জিজ্ঞাসা"-এর বিজয়ীদের সোমবার অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভারতের প্রাচীন মূল্যবোধ, সংস্কৃতির বিবর্তন, সমৃদ্ধ অতীত এবং নীতির গৌরবময় সংমিশ্রণ নিয়ে ১৭টি ভাষায় ১০ লক্ষেরও বেশিবার এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর দেওয়া বার্তা শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'জিজ্ঞাসার সকল বিজয়ীদের অভিনন্দন। তরুণদের মধ্যে আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান বাড়ানোর লক্ষ্যে এটি একটি অভূতপূর্ব উদ্যোগ ছিল'। এই কুইজের এমন অসামান্য প্রতিক্রিয়া দেখে আনন্দ প্রকাশও করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

চন্দ্রযান-৩ চাঁদের এক ধাপ কাছাকাছি পৌঁছেছে, চতুর্থ কক্ষপথে প্রবেশ করেছে

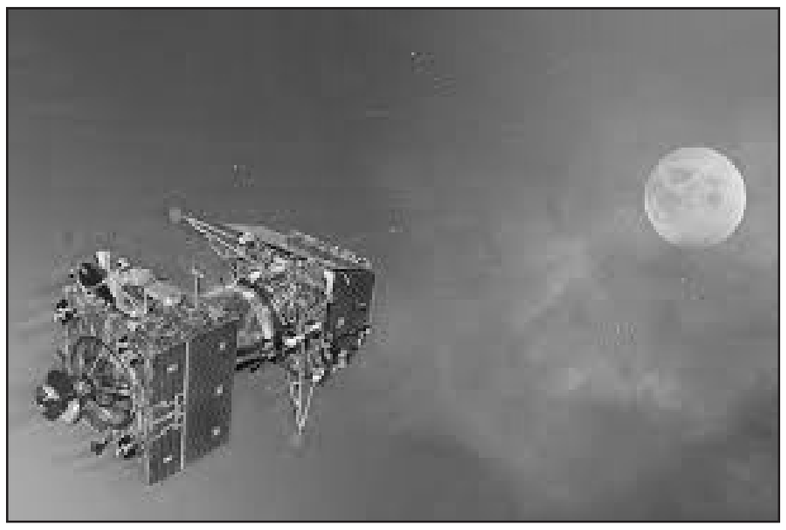

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স) : চাঁদের আরও কাছাকাছি পৌঁছেছে চন্দ্রযান-৩। চন্দ্রযান -৩ সোমবার চাঁদের চতুর্থ কক্ষপথে প্রবেশ করেছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা - ইসরো ট্যুইট করে এই তথ্য জানিয়েছে।

ইসরো ট্যুইট করে জানায়, চন্দ্রযান-৩ চাঁদের চতুর্থ বৃত্তাকার কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে। আজ, সোমবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ এই কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। পরবর্তী অপারেশন করা হবে এই মাসের ১৬ আগস্ট সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ। ইসরো সূত্রে জানা গিয়েছে, চন্দ্রযান-৩ আগামী ২৩ আগস্ট চাঁদে পৌঁছোবে। চাঁদের মাটিতে সঠিকভাবে চন্দ্রযান-৩ পৌঁছোলে, আমেরিকা, রাশিয়া ও চিনের পর ভারত হবে চতুর্থ দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ায় চাঁদে সফলভাবে অবতরণের আগে বেশ কয়েকটি মহাকাশযান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে।২০১৩ সালে প্রথম চিনের চন্দ্রযান-৩ সফলভাবে চাঁদের মাটিতে পা রেখেছিল। ভারতে ১৪ জুলাই শ্রীহরিকোটা থেকে চন্দ্রযান-৩ উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল।

স্বপ্নদীপের মৃত্যুর কারণের নির্দিষ্ট প্রমাণ মেলেনি

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর কিনারা এখনও করতে পারেনি পুলিশ। তিনজনকে গ্রেফতার করলেও নির্দিষ্টভাবে স্বপ্নদীপের মৃত্যুর কারণের কোনও প্রমাণ মেলেনি। যা রয়েছে অনেকটাই অনুমানের ওপর। সোমবার তাই পুলিশ বিষয়টি নিয়ে সকাল থেকে উঠেপড়ে লেগেছে।

ঘটনার পর কোনও কোনও ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল ছেড়ে চলে গিয়েছেন। অনেকে আবার শহরের বাইরে গিয়েছেন। তাঁরা কারা? কেনই বা হস্টেল ছেড়ে দিলেন? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ। যাঁরা বুধবারের পর থেকে হস্টেল ছেড়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। ছাত্রমৃত্যুর সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগ আছে কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে তা-ও।

ঘটনার পর একে একে হস্টেলের নানা অব্যবস্থার ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। অভিযোগ, হস্টেলের বেশিরভাগ ঘরই প্রাক্তনীদের দখলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁরা ঘর ছাড়েন না। হস্টেলে তাঁদেরই দাপট চলে। সিসি ক্যামেরা না থাকায় অবাধে চলে বেআইনি কাজ। নতুন ছাত্রেরা হস্টেলে এলে অন্য ছাত্রের অতিথি হিসাবে তাঁদের থাকতে হয়।

এ সম্পর্কে পুলিশকর্তারা সাংবাদিকদের প্রকাশ্যে বিশদ ব্যখ্যায় আগ্রহী নন। তাঁদের দাবি, এতে তদন্ত ব্যাহত হতে পারে।

বাঙালিদের প্রাণের দাম কমে যাওয়া র‍্যাগিং বেড়েছে, মন্তব্য তথাগতের

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : বাঙালিদের প্রাণের দাম বড়ই কমে গেছে। এটিকেই র‍্যাগিং বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ বলে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, "র‍্যাগিং ব্যাপারটির ইতিহাস দীর্ঘ। একটু সংক্ষেপে নিবেদন করি।আজ থেকে বাষট্টি বছর আগে আমি যখন প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসাবে শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (বর্তমানে জ্জজ্জক্ষ্ট) পদার্পণ করি তখনও র‍্যাগিং ছিল।তার মধ্যে ওই বয়সের ছেলেসুলভ কিছু মোটাগোছের রসিকতা ছিল, কিন্তু কোনও পৈশাচিকতা ছিল না। যেমন, বেশ কিছু ছেলেকে উবু হয়ে কোরাস গাইতে বলা হয়েছিল, "ত্তদের কাপড় রাখা দায়, মরি হায় হায় হয়।

তার পরে র‍্যাগিং এর মধ্যে পৈশাচিকতা ঢুকেছে। এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। এর কারণ, বাঙালিদের প্রাণের দাম বড়ই কমে গেছে। এর সূত্রপাত সম্ভবত হয়েছিল ১৯৪৬ সালের ওত্রথষ্ঠ ঙ্খথনত্বস্ত্ত্থ জ্ঞানদ্রত্ব এর সময়, তারপর নকশাল, সিপিএম, সিপিএমের মেধাবী ছাত্রীর দল, সবাই নিজের নিজের অবদান রেখে গেছে।এরই ফলে যাদবপুরের হতভাগ্য ছাত্র স্বপ্নদীপ আর হাড়োয়ার তৃণমূল নেতা সাহেব আলীর প্রাণ গেল।আরো কত গেছে, কত যাবে আমার কি দরকার, আমার পরিবার ঠিক থাকলেই তো হল!"

র‍্যাগিং-নির্দেশিকার বাস্তবায়ন চেয়ে মামলা দায়ের হাই কোর্টে

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : র‍্যাগিং - বিরোধী কমিটির নির্দেশিকার বাস্তবায়ন চেয়ে সোমবার মামলা দায়ের করা হয়েছে হাই কোর্টে। মামলাকারীর আবেদন, সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে ইউজিসি ওই কমিটির নির্দেশিকা মেনে চলার ব্যবস্থা করে, তা নিশ্চিত করা হোক। তবেই কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ের দাপট কমবে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের মৃত্যুতে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। তার বিরুদ্ধে এ বার মামলা হল কলকাতা হাই কোর্টে। সোমবার যাদবপুরকাণ্ডের সূত্র ধরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে র‍্যাগিংয়ের বিষয়ে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে আদালত। চলতি সপ্তাহেই মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

শাহ হর ঘর তিরাঙ্গা অভিযানের অধীনে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সহকারিতা মন্ত্রী অমিত শাহ ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সোমবার "হর ঘর তিরঙ্গা" প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে নয়াদিল্লিতে তাঁর বাসভবনে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুধু তাই নয়, পতাকার সঙ্গে তিনি সেলফিও তুলে সেটি শেয়ার করেছেন।

অমিত শাহ ট্যুইট করে লেখেন, 'স্বাধীনতা দিবসের আগে আকাশে কোটি কোটি জাতীয় পতাকা উড়ছে, পতাকাগুলি দেশের ঐক্যবদ্ধ ইচ্ছার প্রতীক। এই প্রতীকটি ভারতকে আবার মহান করে তুলবে'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সারা দেশ জুড়ে "হর ঘর তিরঙ্গা" —র প্রচার চালাচ্ছে জোরকদমে। তিনি ভারতের সকল নাগরিককে তাদের বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে স্তন্ত্রস্থ্যথদ্রস্থ্য.ত্বদ্রদ্ব-এ আপলোড করার জন্য অনুরোধ করেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সবাইকে তাদের সহ নাগরিকদের নিয়ে একসঙ্গে এই কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেন।

যাদবপুর নতুন কোন উজ্জ্বল সীমান্তের সন্ধান পাবে না, মন্তব্য প্রাক্তন উপাচার্যের

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : "স্বপ্নদীপ! একটু তরঙ্গ তুলেছে। এমন গভীর বেদনার মধ্য থেকে যাদবপুর কি নতুন কোন উজ্জ্বল সীমান্তের সন্ধান পাবে? আমার উত্তর -- না।" সোমবার সামাজিক মাধ্যমে এই মন্তব্য করলেন শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন উপাচার্য্য ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস।

'যাদবপুর নিয়ে' শিরোনামে তিনি লিখেছেন, "প্রতিষ্ঠা থেকেই এক রকম স্ববিরোধ ছিল। শিক্ষণ-রীতি ছিল মার্কিন প্রভাবিত, দেশে জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ক্রমে তলানিতে নামছে তখন। ঢাকুরিয়া রেল গেট পার হলে কলোনি অঞ্চল। শিক্ষা এখানে চাকরি পাবার একমাত্র অবলম্বন। সান্ধ্য বিভাগ চালু হয় উদ্বাস্তুদের জীবিকার উন্নতির কথা মাথায় রেখে। পরে বাম রাজনীতি গেড়ে বসল। নকশালবাদের রক্ত নেশা ফেনিয়ে উঠল। এখনও স্ববিরোধ সবখানে। ধর্ম নিরপেক্ষতার ভাণ ঘুচে যায় ওপেন এয়ার থিয়েটারে বার্ষিক ইফতারে। হস্টেলে পাঁঠার মাংস হলে প্রকাশ্যে জবাই করে নিজেরা রান্না করে 'ধর্মপ্রাণ'- রা!

ডালখোলায় স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রেল স্টেশনগুলিতে বাড়তি নজরদারি

ডালখোলা, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা জিআরপিএফ ও ডালখোলা আরপিএফের যৌথ উদ্যোগে ডালখোলা রেল স্টেশন চত্বরেও দেখা গেল পুলিশ কর্মীদের তৎপরতা। সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন ট্রেনের তল্লাশি করার পাশাপাশি স্টেশন চত্বরে আসা যাওয়া যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে দেখা যায় রেলের নিরাপত্তা কর্মীদের। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রেল স্টেশনগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে শুরু হয়েছে এই বাড়তি নজরদারি। ডালখোলা আরপিএফ-এর আইসি অমৃত বর্মন জানান, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বেশ কয়েকদিন থেকেই ডালখোলা রেল স্টেশন সহ সংলগ্ন এলাকায় জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আরপিএফ ও জিআরপিএফ-এর যৌথ উদ্যোগে টহলদারি, যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি ট্রেনগুলিতে চেকিং করা হচ্ছে। ডালখোলা স্টেশনের প্লাটফর্ম পেরোলেই রাজ্য সীমান্ত এলাকা, যার কারণে এই স্টেশনের গুরুত্ব যথেষ্ট বেশি তাই প্রতিবারই এই স্টেশনে বাড়তি নজরদারি করা হয়ে থাকে। সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি ছাড়াও ২৪ ঘণ্টা পুলিশ কর্মীরা নজর রাখছে স্টেশন চত্বর সহ সংলগ্ন এলাকা।

সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ ডক্টর কৃষ্ণ গোপাল আজ লখনউ পৌঁছবেন

লখনউ, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) সহ-সরকার্যবাহ ডঃ কৃষ্ণ গোপাল দুদিনের অবস্থানে সোমবার সন্ধ্যায় লখনউ পৌঁছাবেন। তিনি লখনউ-এর অর্জুনগঞ্জ স্থিত মহামনা পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতির সঙ্গে বৈঠক করবেন।

উল্লেখ্য, মহামনা শিক্ষা ভাউরাও দেওরস সেবা ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত হয়। মহামনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারের শিশুদের বিনামূল্যে আবাসিক কোচিং প্রদান করে। মেয়েদের জন্য আলাদা হোস্টেল নির্মাণ করা হচ্ছে।

মহামনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সচিব রঞ্জীব তিওয়ারি হিন্দুস্থান সমাচারকে বলেন, ডক্টর কৃষ্ণ গোপাল আনুষ্ঠানিকভাবে হোস্টেলের শিশুদের সঙ্গে বসবেন। সচিব রঞ্জীব তিওয়ারি বলেন, ট্রাস্ট অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল গ্রামীণ এলাকার মেধাবী শিক্ষার্থীদের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেলে বিনামূল্যে আবাসিক কোচিং পরিষেবা দেয়। লখনউয়ের অর্জুনগঞ্জে, নিয়াসের মহামনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য একটি পৃথক হোস্টেল তৈরি করা হচ্ছে। এই আবাসিক পাঠদান ভবনের ধারণক্ষমতা দুইশত ছাত্রী। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহ-সরকার্যবাহ ডঃ কৃষ্ণ গোপাল এই প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির বিষয়ে পরিচালন সমিতির সাথে বৈঠক করবেন এবং আসন্ন পরিকল্পনাগুলি চূড়ান্ত করা হবে।

বীরাঙ্গনা-১৪ গান্ধীজীর সঙ্গে সরলা দেবীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করে আলোড়ন

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কিছু সশস্ত্র বাঙালি মহিলা পুরুষদের কাঁধে কাঁধ রেখে লড়াই করেছিলেন। অনেকে লড়াই করেছিলেন বাঙালি মহিলাদের শিক্ষিত, সচেতন, স্বাবলম্বী করে তুলতে। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর প্রথমেই যাঁদের কথা মনে পড়ে তাঁদের অন্যতম সরলা ঘোষাল বা চৌধুরী (৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৭২- ১৮ আগস্ট, ১৯৪৫। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় বিশিষ্ট রাজনীতিক জানকীনাথ ঘোষাল এবং বাংলার প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক ও রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন সরলা দেবী। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিশিষ্ট বাঙালি বুদ্ধিজীবী। সরলা দেবী ১৯১০ সালে এলাহাবাদে ভারতের প্রথম মহিলা সংগঠন 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' প্রতিষ্ঠা করেন। বাবা যখন বিলাতে ছিলেন, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে তাঁর শৈশব কাটে। বেথুন স্কুলে ভর্তি হয়ে কবি কামিনী রায়, লেডি অবলা বসু প্রমুখের সাথী হন। ১৮৮৬ সালে এন্ট্রান্স ও ১৮৯০ সালে ইংরেজিতে অনার্সসহ বিএ পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে "পদ্মাবতী স্বর্ণপদক" লাভ করেন।ভারতীয় নারীদের উন্নয়নের স্বার্থে স্ত্রীশিক্ষা সহ অন্যান্য বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করে এই সংগঠন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শাখা বিস্তার করে। তিনি প্রতাপাদিত্ত উৎসব শুরু করেন। লক্ষীর ভান্ডার তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। গান ও সুর সংগ্রহ একটা সময়ে নেশার মতো পেয়ে বসেছিল তাঁকে। বাংলার বাউল গান এবং মহীশূরে থাকতে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকী সুর একটা খাতায় লিখে তিনি রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন এবং তাঁর থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেক গানে সুর দিয়েছিলেন।

'বন্দেমাতরম'-এর সুরও মামা, ভাগ্নী দুজনে মিলে বসিয়েছিলেন। এছাড়াও নানা দেশাত্ববোধক গান সরলা লিখে সুর দিয়েছেন। ১৯০১'র কংগ্রেস অধিবেশনের অনুষ্ঠান তাঁর গান দিয়েই শুরু হয়েছিল। গানের প্রতিভা খুঁজে বেড়াতেন সরলা। অমিয়া ঠাকুর ও ঢাকার রানু সোমকে (প্রতিভা বসু) আবিষ্কার করে রবীন্দ্রনাথের কাছে হাজির করেন তিনিই। ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে গান্ধী পাঞ্জাবে এলে সরলা ছিলেন তার পাঞ্জাব-সফরসঙ্গী। শুধু সফরসঙ্গীই নয়, দুজনেই ব্যক্তিগত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং এই সম্পর্ক গান্ধী পরিবার ও আশ্রমে সৃষ্টি করে তীব্র বিতর্ক। এই দাবি স্বয়ং গান্ধীর পৌত্র রাজমোহন গান্ধীর। সরলাদেবীর রূপ, সুরেলা কণ্ঠস্বর, গান বাজনা ও সাহিত্যের প্রতি অসীম জ্ঞান দেখে শুনে গান্ধীজীও তাঁর প্রেমে পড়তে বাধ্য হোন। গান্ধী দাবি করেছিলেন সরলার সঙ্গে তার 'আধ্যাত্মিক বিয়ে' হয়ে গেছে। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের জোরে সমাজে নারীদের প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে, ইন্দিরা গান্ধী থেক

১৭ই মনোনয়ন জমা

● প্রথম পাতার পর

করা নিয়ে চুল চেরা বিশ্লেষণ হয়। পরে সকলের সম্মতিতে দুই কেন্দ্রের জন্য প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করা হয়। প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করার পর সাংগঠনিক নিয়ম মেনে নামের তালিকা অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় পার্লামেন্টারি কমিটির নিকট। এইদিকে বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য ১৭ আগস্টের পূর্বে প্রার্থীর নামের তালিকা ঘোষণা করা হবে। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য জানান এইদিন প্রদেশ বিজেপির নির্বাচনী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত গুলির বিষয়ে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি কমিটিকে অবগত করা হয়েছে। পার্লামেন্টারি কমিটিতে আলোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। তারপর সবকিছু ঘোষণা করা হবে। অপরদিকে মন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান ধনপুর ও বক্সনগর কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র জমা দেবে। বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন লোকসভা নির্বাচনের পর বামফ্রন্ট চতুর্থ স্থানে চলে যাবে। ধনপুর ও বক্সনগর কেন্দ্রে বিজেপির জয় নিশ্চিত।

তবে কত ভোটের ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হয় সেটাই দেখার বিষয়। ১৬ আগস্টের মধ্যে বিজেপি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে বলে জানান তিনি। ধনপুর ও বক্সনগর কেন্দ্রে কে কে বিজেপির প্রার্থী হচ্ছেন সেই বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা না গেলেও প্রার্থীদের নামের তালিকা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। আগামী এক দুই দিনের মধ্যে ঘোষণা করা হতে পারে প্রার্থীদের নাম। ১৭ আগস্ট দুই কেন্দ্রের জন্য মনোনীত বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেবে। এখন দেখার বিজেপির প্রার্থী তালিকায় কোন চমক রয়েছে কিনা।

মহিলা কলেজে মেরে মাটি মেরে দেশ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। সারাদেশের সাথে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মেরি মাটি মেরা দেশ অভিযান শুরু হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ মহিলা কলেজে মেরি মাটি মেরা দেশ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।ওই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের হাতে অমৃত কলসে বাটিকার মাটি সংগ্রহ করে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশ সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন এমন বীরদের সম্মান জানাতে নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রেরণায়রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাটি সংগ্রহ করে অমৃত কলসে বাটিকার মাটি সংগ্রহ করে দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে ত্রিপুরার প্রতিনিধিরা।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে অতিষ্ঠ হয়ে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে অতিষ্ঠ হয়ে রাস্তা অবরোধ। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে অতিষ্ট হয়ে তেলিয়ামুড়া অমরপুর রাস্তা অবরোধ করলো ভুক্তভোগীরা। অভিযোগ দিনের বেশিরভাগ সময়ই এলাকায় বিদ্যুৎ থাকেনা। যার ফলে তীব্র গরমে প্রচন্ড দুর্ভোগে পোহাতে হয় স্থানীয়দের। বারবার বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিকদের জানিয়েও তারা বিষয়টিতে কর্নপাত করছে না বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার শেষ পর্যন্ত একপ্রকার বাধ্য হয়ে রাস্তায় বাঁশ লাগিয়ে তেলিয়ামুড়া-অমরপুর রাস্তা অবরোধ করল স্থানীয়রা। তবে দীর্ঘক্ষণ অবরোধ থাকার পরও এক প্রকার নিশ্চুপ ভূমিকায় ছিল বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা। ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয়রা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জাগরণ সম্পাদকের অবস্থা আরও সংকটজনক, রয়েছেন ভেন্টিলেশনে

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। সেখানে সমস্ত পরীক্ষার পর তাঁর অবস্থা খুবই সংকটজনক দেখে চিকিৎসক তাঁকে গত ৮ আগস্ট আইসিইউতে ভর্তি করেছিলেন। হৃদযন্ত্রে সমস্যার পাশাপাশি তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণ দেখা দিয়েছিল। ফলে, তাঁকে ৪৮ ঘন্টা চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর এঞ্জিওগ্রাম হয়েছে। তবে, রিপোর্টে চারটি ধমনি খুব ভাল অবস্থায় রয়েছে বলে পাওয়া গেছে।

গত শনিবার হাসপাতাল থেকে তিনি ছুটি পেয়েছিলেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। তবে, সংকট কাটেনি। তাঁর হৃদযন্ত্র ভিষণ দূর্বল হয়ে যাওয়ায় প্রতিনিয়ত হাসপাতালের মুখাপেক্ষী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলে চিকিৎসক সতর্ক করেছিলেন। চিকিৎসক আরো বলেছেন, ক্রমশ হৃদযন্ত্র আরও দূর্বল হয়ে একসময় হার্ট অ্যাটাক হবে।

হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর রবিবার তিনি মোটামুটি সুস্থই ছিলেন। আজ ভোর পাঁচটায় তাঁর ডায়ালাইসিস হওয়ার সূচী নির্ধারিত ছিল। কিন্তু, ভোর চারটে নাগাদ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা জানান, তাঁর হৃদযন্ত্র কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। তড়িঘড়ি তাঁকে সিপিআর দেওয়া হয় এবং ভেন্টিলেশনে নেওয়া হয়েছে। চিকিৎসক জানিয়েছেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা খুবই সংকটজনক। তাঁর জ্ঞান এখনো ফিরেনি। ফলে, চিকিৎসকরা তাঁর সুস্থ হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারছেন না। তাঁদের দাবি, ৪৮ ঘন্টা পার না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই বলা সম্ভব নয়।

ঘিরে ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

কারণ কিছু লোক যারা সিস্টেমটি কীভাবে পরিচালনা করতে জানে তাদের পিছনে রয়েছে। মন্দ নকশা এখানেই থামে না। কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে স্থানীয় স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছে সেই নথির ভিত্তিতে তাদের আধার কার্ড তৈরি করা হয়েছে। একবার আধার রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে, অন্যান্য নথিও তৈরি করা হয়। এসব লোকজন বসতি স্থাপনের জন্য সরকারি জমি দখল করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

রাজ্যে ভূমিকম্প

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রস্থল ছিল মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে ১৬ কিলোমিটার গভীরে। বাংলাদেশ, মায়ানমার ও ভুটানের কিছু অংশেও কম্পন অনুভূত হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি বা মানুষের প্রাণহানির কোনো খবর নেই।

পালিত

● প্রথম পাতার পর

দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রায় দুশ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু এই স্বাধীনতা এসেছিল অখন্ড ভারতের বিভাজনের বিনিময়ে। দেশ বিভাজনের ফলে সৃষ্ট পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তুচ্যুত এবং সর্বস্বান্ত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়। হাজার হাজার মানুষের প্রাণ যায়। এই বাস্তুচ্যূত সর্বস্বান্ত মানুষের দুঃখ দুর্দশার করুণ গাথা ইতিহাসে পরিণত হয়। দেশ ভাগের ফলে নিপীড়িত সর্বস্বান্ত মানুষের বিভীষিকাময় ইতিহাসকে এই প্রজন্ম যাতে ভুলে না যায় সেই জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২১ সালের ১৫ই অগাষ্ট স্বাধীনতা দিবসে লাল কেল্লার মঞ্চ থেকে যে বক্তৃতা দেন সেখানে তিনি প্রতি বছর ১৪ই আগস্ট দিনটিকে ঞ্চখ্থ্থদ্র ছদ্রন্দ্র ট্রত্রদ্বত্রদ্বক্ষ্ম ত্নস্থদ্রত্বত্র ঙ্গথা বা বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস হিসেবে পালন করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন উপমূখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন বলেন ইতিহাস ভুলে গেলে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কোন কিছুই জানতে পারবে না। যে হাজারো মানুষ ১৯৪৯ সালের ১৪ আগস্ট শরনার্থী হিসাবে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং যারা আত্মবলিদান দিয়েছিলেন তাদের স্মরন করার লক্ষেই এই দিনটি পালন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, এম বি বি ইউনিভার্সিটির ভাইস সেন্সেলার প্রফেসর সত্যদেও পোদ্দার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জগদীশ গন চৌধুরী, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। পরে বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস হিসেবে একটি আলোক চিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা। এদিন অনুষ্ঠান শেষে রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গন থেকে একটি পদযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমন করে সিটি সেন্টারের সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে পা মেলান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

আটক

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর এমন ই একটি পরিবার সোমবার বিলোনিয়া মধ্য পাড়াতে একেবারে থানার গা ঘেঁষে দশ মাস একটি বাড়িতে কাটিয়ে দিয়েছেন। যে বাড়ি থেকে স্বামী স্ত্রী দুই বাংলাদেশি নাগরিককে বিলোনিয়া থানার পুলিশ আটক করে নিয়ে এসেছে তারা হলো পলাশ দাস ও প্রিয়াঙ্কা দাস, যে বাসায় ওনারা ভাড়া থাকতেন বাড়ির মালিকের নাম সঞ্জিত সাহা, পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী।বর্তমানে প্রত্যেকে বিলোনিয়া থানায় পুলিশি হেপাজতে রয়েছে। এখন দেখার বিষয় পুলিশ এঁদের কাছ থেকে কোনো তথ্য পায় কিনা বা এঁদের সঙ্গে আর কেউ আছেন কিনা যারা বিনা পাসপোর্ট বা নাম ভারিয়ে অথবা পরিচয় লুকিয়ে এদেশে আত্মগোপন করে আছেন। ধৃত দুই বাংলাদেশির কাছ থেকে আপাতত যা তথ্য পাওয়া গেছে তাতে জানা গেছে তাঁদের বাড়ি সোনামুড়া সংলগ্ন বাংলাদেশের চাঁদপুরে।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে, দেখা যাক কেঁচো খুঁজতে সাপ বেরোই আসে কিনা।

অব্যাহত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পার্টির তরফে অনিমেষ দেববর্মা বলেন, 'বিজেপি ৪০ শতাংশের এর কম ভোট পেয়েও ক্ষমতায় এসেছে, আর বিরোধী দলগুলি ৬০ শতাংশ এর বেশি ভোট পেয়েও বিরোধী বেঞ্চে বসে আছে। ১:১ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া উচিত এবং বিরোধী ভোট যাতে ভাগ না হয় তা দেখা উচিত। আমরা শাসক বিরোধী ভোটের দিকে নজর দিচ্ছি।" এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বলেন বিরোধীদের এক জোটে থাকার জন্য বৈঠক হয়েছিল তিনটি দলের মধ্যেই। তবে বামফ্রন্ট দুটি কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছে। বামেরা কিছুটা তাড়াহুড়ো করেই এই কাজটি করল বলে একপ্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করলেন কংগ্রেস সভাপতি। তবে তিনি জানান তিনি শীর্ষ নেতৃত্বদের এ বিষয়টি জানিয়েছেন। তারা যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই করবেন তিনি। এদিকে মঙ্গলবার রাজ্য কার্যালয়ে বিজেপি বৈঠকে বসে। এই বৈঠকেই প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে বলে খবর। আগামী ১৭ আগস্ট বিজেপি দলের দুটি কেন্দ্রের মনোনীত প্রার্থী মনোনয়নপত্র পেশ করবেন। তার আগেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হবে বলে জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য।

রাজ্যের দুটি কেন্দ্রে নির্বাচন হলেও দুটি কেন্দ্রকে নিয়ে যথেষ্ট তৎপর শাসক এবং বিরোধীরা। এক প্রকার বিধানসভা নির্বাচনের মতোই তোড়জোড় দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। লোকসভা নির্বাচনের আগে এই উপনির্বাচনে জনগণের মতামত কোন দিকে যায় সেটাই এখন দেখার।

হোমের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেন সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। হোমে যেসকল ছেলেমেয়েরা থাকে তারা জন্মলগ্ন থেকেই কোন না কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। কিন্তু তারা পড়াশুনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে যেভাবে নিজেদেরকে মেলে ধরে তা থেকেই বোঝা যায় জীবনে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। সকলের মধ্যেই সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা রয়েছে। আজ নরসিংগড়স্থিত ইনস্টিটিউট ফর ভিস্যুয়েলি হ্যান্ডিকেপড (গার্লস) এ আয়োজিত বিভিন্ন হোমের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের কর্মীদের উদ্যোগে হোমের ছাত্রছাত্রীদের পাশে থাকার প্রয়াস হিসাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সফলতা ধীরে ধীরে আসে। একাগ্রতা, সমর্পণ, কঠোর পরিশ্রমের মধ্যদিয়েই জীবনে সাফল্য আসে। অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সমাজের অন্যান্য শিশুদের তুলনায়, তাদের জীবনের চলার পথ অনেক বেশি কঠিন। কিন্তু একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে তারা পিছিয়ে নেই। হোমের ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে বর্তমান সরকার পাশে রয়েছে। তিনি উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে বলেন, এখানকার শিশুরা বাড়িঘরের সকলধরণের মায়া, মমতা, ভালবাসা থেকে অনেকটাই বঞ্চিত। তাই তাদেরকে বাড়িঘরের অভাব বুঝতে না দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যও সবসময় অনুপ্রাণিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, সমাজ সেবামূলক কর্মসূচি সমাজের প্রতিটি মানুষকে আত্মসচেতন ও পরস্পর পরস্পরের সহযোগী হিসেবে গড়ে তোলে। সমাজের অসুস্থ, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের সহায়তায় প্রতিটি বিবেকবান মানুষকে সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের কর্মচারীরা তাঁদের সেবামূলক কাজের মানসিকতার অঙ্গ হিসেবে আজকে এখানে যে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি সমাজের সকল সামর্থবান ব্যক্তি ও সংগঠনকে আত্মমানবতার সেবায় এগিয়ে আসার আহবান জানান।অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী হোমের ছাত্রছাত্রীর সাথে মতবিনিময়ও করেন। অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ ছাত্রছাত্রীদের হাতে গিটার, মিউজিক সিস্টেম, স্কুল ব্যাগ ও পড়াশুনার বিভিন্ন সামগ্রী সহ খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তা নির্মল অধিকারী, অতিরিক্ত অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত প্রমুখ।

না ফেরার দেশে ত্রিপুরার কৃতী সন্তান অফিসার কুলেশ প্রসাদ চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। চলে গেলেন ত্রিপুরার কৃতী সন্তান, অবসরপ্রাপ্ত আই,এ, এস, অফিসার কুলেশ প্রসাদ চক্রবর্তী। খুব আশা ছিল আগামী নভেম্বর মাসে কলকাতায় গিয়ে তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপন করবো। সেই সুযোগ দিলেন না। একজন সৎ, দক্ষ ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করে গেছেন। আজ ১৪/০৮/২০২৩ ইং সকালে তিনি পরলোকগমন করেন (৯৯)। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আগরতলায় আগমনের শেষ সাক্ষী। সদরের জ্যোনাল এস ডি ও হিসেবে তিনিই শেখ মুজিবুর রহমানকে জিরানীয়া থেকে আগরতলায় নিয়ে আসেন। ১৯৬৩ সালে তিনি উদয়পুরে জ্যোনাল এস ডি ও হিসেবে বদলি হয়ে এখানে আসেন। ১৯৬৪ সালের ৬ জুন প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পাঠচক্র,যা বর্তমানে রামকৃষ্ণ আশ্রম।

১৯৭১ সালে তিনি অবিভক্ত দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় জেলা শাসককের অফিসের পরিকাঠামো গড়ে তুলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি জেলা প্রশাসক হিসাবে অসাধারন ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ। ফলে তাঁর অবদানের বিষয়টি প্রচারের আলোয় আসেনি। আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি।

উদয়পুরে ১৯৬৪ সালের ৬ জুন শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র যা বর্তমানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি। আমার বাবার সঙ্গে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমাদের পরিবারের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ও হিতৈষী ব্যক্তিকে হারালাম। তাঁর বড় ছেলে দেশের বাইরে আছেন ছেলের কাছে। আশিস ছেলে, বৌমা সহ আজই ফিরবেন। বন্ধু আশিস ও কুলেশ প্রসাদ চক্রবর্তীর একমাত্র কণ্যা অর্পিতার সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁর প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। গত ২১ শে অক্টোবর ২০২২ ইং তাঁকে শেষ বার দেখে এসেছিলাম। এ দেখাই শেষ দেখা হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। মেশোমসাইকে বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। আশিস,অম্লান,অঞ্জন ও অর্পিতা সহ সকল আত্মীয় স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। ওঁ শান্তি।

সাফাই কর্মীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে আগরতলা পুর নিগমের ১৪ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর স্নিগ্ধা দাস দেবের উদ্যোগে সাফাই কর্মীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। সোমবার ওয়ার্ড অফিস প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সাফাই কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বস্ত্র।উপস্থিত ছিলেন ১৪ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর স্নিগ্ধা দাস দেব সহ অন্যান্যরা। এক সাক্ষাৎকারে কর্পোরেটর স্নিগ্ধা দাস দেব জানান দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন। সাফাই কর্মীদের প্রচেষ্টার ফলে স্বচ্ছ ভারত অভিযান সফল হওয়ার পথে। তাই এইদিন আগরতলা পুর নিগমের ১৪ নং ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে সাফাই কর্মীদের হাতে উপহার স্বরূপ বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে ধান রোপন করা হল কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টির কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে রাজধানীর আড়ালিয়া এলাকায় ধানি জমিতে ধানের রোয়া রোপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কিষান মোর্চার রাজ্য সভাপতি জহর সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। কিষান মোর্চার সভাপতি বলেন, সারা রাজ্যে ৭৬ কানি জমিতে আজ ধানের রোয়া রোপন করবে কৃষাণ মোর্চা। ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, কৃষকদের বিকাশের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য সহযোগিতা করে চলেছেন। রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কৃষক সন্মান নিধি প্রকল্পটি দ্বারা ৬০০০ টাকা করে উপকৃত হচ্ছে কৃষকরা। সেটা ৮০০০ টাকা করা হবে। আগামী দিনে রাজ্যের কৃষকদের আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থার আরো বেশি উন্নয়ন হবে বলে জানান কিষান মোর্চার প্রদেশ সভাপতি।

বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতিতে ফের মৃত্যু এক গবাদি পশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কাঞ্চনপুর।। উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতিতে দুর্ঘটনার শিকার হন সাধারণ মানুষেরা। কখনো গরু বাছুর বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়। আবার কখনো গাছপালা ভেঙ্গে পড়ে বিদ্যুৎ এর তার ছিড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হন ওই এলাকার মানুষেরা। গত ৭ ইং আগস্ট ডানছড়া এলাকার বাসিন্দা অবনী নাথের ৮ মাসের একটি বাছুর গরু হারিয়ে যায়। এলাকায় সারা দিনব্যাপী খোঁজাখুঁজি করেও পাননি বাছুর গরুটিকে। মঙ্গলবার সকালে ৮ ইং আগস্ট অবনী নাথের পুত্র অসিত নাথ বাছুর গরুটিকে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে বাড়ির পাশে টেন্স মেম

ঐতিহ্যবাহী লালবাহাদুর ব্যামাগারের ফুটবলারদের হাতে জার্সি প্রদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। ঐতিহ্যবাহী লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারও প্রস্তুত রাখাল শীল্ডের নকআউট ম্যাচের জন্য। রবিবার থেকে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের রাখাল মেমোরিয়াল নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। আগামীকাল বিরতির পর ১৬ আগস্ট বুধবার তৃতীয় ম্যাচে ঐতিহ্যবাহী লাল বাহাদুর ব্যয়ামাগার খেলবে ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে। সন্ধ্যায় নিজেদের ক্লাব গৃহে জার্সি প্রদান অনুষ্ঠানে ক্লাবের খেলোয়ারদের হাতে জার্সি তুলে দেওয়া হয়। লাল বাহাদুর ব্যয়ামাগারের খেলোয়াড়দের জার্সি স্পন্সর করেছে টাটা মোটর্স, প্রোগ্রেসিভ অটোমোবাইলস। জার্সি প্রদান অনুষ্ঠানে লাল বাহাদুর ব্যানাগারের সভাপতি প্রণব সরকার, সংসারের টাটা মোটরস প্রোগ্রেসিভ অটোমোবাইলস-এর এম.ডি অমলেন্দু নাথ প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। কোচ সুজিত ঘোষ এবং ক্লাব সম্পাদক সহ ক্লাবের সকল কর্মকর্তা বৃন্দ এবারকার ক্লাব টিমে খেলোয়াড়রা মুখ্যত জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামবে বলে আশা প্রকাশ করছেন। উল্লেখ্য, রাজ্যের ও বহি:রাজ্যের খেলোয়াড়দের নিয়ে সমৃদ্ধ ক্লাব টিমের মূল লক্ষ্য মাঠে ভালো খেলা উপহার দেওয়া। পাশাপাশি সাফল্যেরও লক্ষ্য রয়েছে খেলোয়ারদের মধ্যে। বেঙ্গল কেরালা সহ স্থানীয় ফুটবলারদের নিয়ে সমৃদ্ধ পুরো টিমকে প্রায় সপ্তাহ খানেক ধরে দারুন ভাবে প্র্যাকটিস করিয়ে নিজেদের মধ্যে বেশ বোঝাপড়া তৈরি করে নিয়েছেন কোচ সুজিত ঘোষ। আশা করছেন মাঠে ভালো খেলার পাশাপাশি দল দারুন সাফল্যও পাবে। খেলোয়াড়রাও প্র্যাকটিস ম্যাচে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার সময় মূল খেলায় নিজেদের পুরোটা ক্লাবের জন্য উজাড় করে দেবে বলে ক্লাব কর্মকর্তাদের কাছে অঙ্গীকার করেছেন। সুজিতের তত্ত্বাবধানে অনন্ত বিজয় জমাতিয়া, প্রতাপ সিং জমাতিয়া, বালক সাধন জমাতিয়া, রোনাল্ডো দেববর্মা, অবর্ণহরি জমাতিয়া, অপজিৎ ত্রিপুরা, জন জমাতিয়া, প্রীতম সরকার, মনোজিৎ সিং বড়ুয়া, সন্দীপ রাই, সুরজ সিং, জেলস রাই, উত্তম রাই, শ্যাম কুমার, আজমল রিয়াজদের নিয়ে বাহাদুর ব্যয়ামাগারের ফুটবল টিম বুধবারে মাঠেই নিজেদের প্রথম ম্যাচ জাত চেনাতে বদ্ধপরিকর। ভিনদেশী হীন দলে ভিন রাজ্যের সঙ্গে লোকাল-ভোকালদের খেলা দেখতে মাঠে প্রচুর দর্শকের আগমন ঘটবে বলে ফুটবল প্রেমীদেরও প্রত্যাশা।

পুলিসকে নকআউট করে রাখাল শিল্ডের সেমিফাইনালে রামকৃষ্ণ ক্লাব

রামকৃষ্ণ-২ **পুলিস-০**

(থকচোম,নেওরেম)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। পুলিসের বিরুদ্ধে জয় পেতে বেগ পেতে হলো রামকৃষ্ণ ক্লাবকে। গোলগুলি যদি পুলিসের রক্ষনভাগের ফুটবলারদের ভুলে না হতো তাহলে জয় অধরা থেকে যেতে পারতো রামকৃষ্ণ ক্লাবের। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত রাখাল শিল্ড নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতায়। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ম্যাচের ৩৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ ক্লাবের গোলরক্ষক থাকচোম জনসন সিং এর নেওয়া লম্বা শট পুলিসের রক্ষণভাগের ফুটবলার অনুপ এম এল হেড দিয়ে ব্যাকপাস করে দলের গোলরক্ষক রণেশ দেববর্মাকে। কিন্তু গোলরক্ষক বলটি ধরতে পারেনি। ১-০ তে এগিয়ে যায় রামকৃষ্ণ। প্রথমার্ধে ব্যবধান অপরিবর্তিত ছিলো। দ্বিতীয়ার্ধে গোল পরিশোধের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন পুলিসের ফুটবলাররা। এরই মধ্যে ৭৫ মিনিটে একটি নিরীহ আক্রমণ থেকে বিপক্ষের বক্সে বল পেয়ে রামকৃষ্ণ ক্লাবের নেওরেম সিং-এর ডান পায়ে জোড়ালো যে পাঞ্চ পুলিসের রক্ষণভাগের ফুটবলার অমিত দেববর্মা-র পায়ে লেগে জালে জড়িয়ে যায়। ব্যবধান বাড়ে ২-০। শেষ পর্যন্ত ব্যবধান অপরিবর্তিত রেখে জয়ে তুলে নিয়ে আসরের সেমিফাইনালে উঠলো রামকৃষ্ণ ক্লাব। ১৮ আগস্ট আসরের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রামকৃষ্ণ ক্লাব মুখোমুখি হবে ১৬ আগস্ট লালবাহাদুর এবং ফরোয়ার্ড ম্যাচের বিজয়ী দলের বিরুদ্ধে। এদিন ম্যাচ পরিচালনা করেন তাপস দেবনাথ। এদিকে খেলা শেষে জয় পেয়েও খুশি নন রামকৃষ্ণ ক্লাবের কোচ কৌশিক রায়: 'মাঝমাঠের ফুটবলাররা ভালো খেললেও রক্ষণভাগ ছিলো আগোছালো। গোটা দলকে নিয়ে আরও অনুশীলন করতে হবে। তবে বিশ্বাস করি সেমিফাইনালে ছেলেরা আরও ভালো খেলবে'। শক্তি বাড়াতে পুলিস দলে নেওয়া হয়েছিলো মণীন্দ্র রিয়াংকে। তাতেও সফলতা আসলো না। হতাশ কোচ সন্দীপ দাস বলেন, 'রক্ষণভাগের ফুটবলারদের ভুলে এভাবে ছিটকে যেতে হবে আমাজদের ভাবতেই পারিনি। ওই একটি বিভাগ ছাড়া গোটা দলই ভালো খেলার চেষ্টা করেছে'।

ত্রিপুরা সরকার
কর্ম বিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তর
আগরতলা: পশ্চিম ত্রিপুরা
No.F3(156)-DESMP/TPSC-COACH/2017/ 11656 Dated, Agartala the 14th August,2023

বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা সরকারের কর্ম বিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তর রাজ্যের উৎসাহী **যুবক যুবতী** যারা ভারত সরকারের **অগ্নিপথ যোজনায় 'অগ্নিবীর'** এ ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাদের জন্য এ রাজ্যের প্রতি জেলায় ১০০(একশ) জন আগ্রহী চাকুরী প্রার্থীকে **'অগ্নিবীর'** এ ভর্তির লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য **৬০(ষাট) দিনের** এক অনাবাসিক ও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কোচিং ও গাইডেন্সের ব্যবস্থা করা হবে।

উক্ত কোচিং ক্লাসে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক যুবক/যুবতী যাদের যোগ্যতা অগ্নিপথ যোজনায় উল্লেখিত অগ্নিবীর পদে আবেদনের সমমানের শিক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রয়োজনীয় নম্বর, বয়স, উচ্চতা, ওজন,শারীরিক মান সম্পন্ন তাদেরকে নিম্নলিখিত তথ্য সহ আবেদনপত্র নিকটবর্তী জেলা কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে অথবা গুগল ফর্মে (https://forms.gle/sSAwRnhdjdFwi/WL9A) আগামী ৩১শে আগষ্ট ,২০২৩ইং তারিখের মধ্যে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আবেদনপত্রে তথ্যের নমুনা:

1)Name of the applicant 2)Father's name 3)Address 4)Date of Birth & age as on 31.07,2023 5)Gender 6)Educational Qualification 7) Percentage of marks in H.S(+2) & in English subject 8)Category 9)Height 10)NCS Id 11)Contact no. 12)email id

(A. Saha) TPSSSC
Director
Employment Services & Manpower Planning, Tripura

ICA/D-777/23

NOTIFICATION

This is for information to all concerned that, Horticulture Research Complex, Nagicherra shall conduct adaptive trials for winter vegetable crops to study the technical feasibility for incorporation of new varieties into the list on the basis of performance in the field trial which are to be utilized for cultivation and area expansion programme by the farming community in Tripura.

Trial will be on **Cabbage, Cauliflower, Tomato, Broccoli, Chilli, Radish, French bean, Carrot, Capsicum and Water melon.** One variety from one crop from each producer firm/ company and maximum **5 (five) crop** varieties will be received from each producer company out of the 10 (ten) selected vegetable crops.

Trials are to be conducted as per the approved guidelines of the departments issued vide U.O. no. 268/Secy/Agri dated 12.11.2020.

Accordingly, the concerned vegetable seed producing firms or their recognized dealers or distributors are "requested to go through the guidelines which are available in the office of the undersigned.

Agencies will be allowed to put only one variety per crop. Seed samples on fulfillment of the criteria as per guideline will be received at HRC, Nagicherra up to 25th September, 2023 during office hours from 10:00 AM to 5:30 PM with all relevant papers.

The undersigned reserves the right for rejection at any given point without any notice.

Your's faithfully
(Dr. Rajib Ghosh)
Dy. Director of Horticulture (Vegetable)
Horti. Research Complex, Nagicherra

ICA-D-776/23

অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের শনাক্তকরণ চাই
Ref :- G.B. TOP G.D. Entry No.14, dated - 09/08/2023.

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ, বয়স-৩৫ বছর প্রায়, উচ্চতা- প্রায় ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, গায়ের রঙ-শ্যামলা, মুখমণ্ডল-গোলাকার, চুল-কালো। গত ০৯/০৮/২০২৩ ইং তারিখ দুপুর ১টা ৬ মিনিট সময়ে যান দুর্ঘটনায় আঘাত প্রাপ্ত রোগী শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতাল থেকে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসেন এবং কর্মরত ডাক্তার মহোদয় মৃত বলে জানান। আজপর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়স্বজন মৃতদেহের দাবি করেননি। বর্তমানে মৃতদেহ আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে সনাক্তকরণ করার জন্য। উপরে উল্লেখিত অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে বা আত্মীয়স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) জি.বি. টিওপি - ০৩৮১-২৩৫-৫০৯৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-779/23

দিল্লিতে জাতীয় জুনিয়র জুডো চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য রাজ্যদল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। রাজ্য দল ঘোষিত। আগামী ২৮ আগস্ট থেকে ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইনডোর স্টেডিয়ামে জুনিয়র জাতীয় জুডো চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-২৪ বালক-বালিকা উভয় বিভাগে ত্রিপুরা দল অংশ নেবে বলে স্থির হয়েছে। সে অনুযায়ী অল ত্রিপুরা জুডো অ্যাসোসিয়েশনের আহবানে উপযুক্ত জুডোকারা আজ, সোমবার টিটিএএডিসি জুডো হলে সিলেকশন ট্রায়ালে উপস্থিত হলে তাদের থেকে ১২ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য দল বাছাই করা হয়েছে। বালক বিভাগে ইমন দেববর্মা, হৃদয় সরকার, অভিজিৎ শীল, শায়ন রায়, তন্ময় দাস, মোহাম্মদ জাফর ইকবাক, মোহাম্মদ জাহিদ মিয়া। বালিকা বিভাগে দেবাঞ্জলি নাথ, অস্মিতা দে, সুয়েতা দাস, পূজা পাল, নাজমা আক্তার নির্বাচিত হয়েছে। অস্মিতা আন্তর্জাতিক পদক জয়ী। সে সিলেকশন ট্রায়ালে অংশ নিতে পারিনি, জাতীয় দলের শিবিরে রয়েছে বলে। যথাসময়ে রাজ্য দল দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে বলে অল ত্রিপুরা জুডো এসোসিয়েশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি তথা সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান কিশোর দাস এক বিবৃতিতে বাছাইকৃত খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেছেন।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ক্রশকান্টি দৌড়ে সেরা সৌরভ ও লক্ষ্মী রানী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। সেরা হলেন সাই -এর সৌরভ হুসেন এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের লক্ষ্মী রাণী ত্রিপুরা। ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ক্রশকান্টি দৌড় প্রতিযোগিতায়। পশ্চিম জেলা ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে সোমবার সকালে অনুষ্ঠিত হয় বালকদের ৫ কিমি এবং বালিকাদের ৩ কিমি দৌড় প্রতিযোগিতা। উমাকান্ত আকাদেমির সামনে থেকে। তাতে বালক বিভাগে ৪৭ জন এবং বালিকা বিভাগে ৩৬ জন অ্যাথলিট অংশ নিয়েছিলো। সকালের দৌড়ের সূচনা করেন ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এস বি নাথ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম অধিকর্তা বিপ্লব দত্ত, প্রবাল কান্তি দেব, স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায় এবং নিখিল সাহা। শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। দু-বিভাগের সেরা ১০ অ্যাথলিটকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। বালক বিভাগে প্রথম ১০ স্থানাধিকারী অ্যাথলিট হলো: সৌরভ হুসেন, মুবারক হুসেন,তনয় ভৌমিক, কিষান দেবনাথ, সন্দীপ দেবনাথ, আকাশ দেবনাথ, প্রীতম দে, নিশান্ত মজুমদার, সৈকত শীল এবং তুষার পাল। বালিকা বিভাগে প্রথম ১০ স্থানাধিকারী অ্যাথলিট-রা হলেন: লক্ষ্মী রাণী ত্রিপুরা, অনামিকা দেবনাথ, মৌমিতা শীল, পিয়ালী মজুমদার, শ্রীজিতা দাস, অনামিকা পাল, ঝুলন রাণী দাস, জয়শ্রী সাহা, অরিজিতা সাহা এবং অনুষ্টিতা [illegible]।

পূর্বোত্তর নবোদয়ে স্থান পেলো মেট্রিক্স আকাদেমির রাজদীপ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। পূর্বোত্তর দলে স্থান করে নিলো মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ু রাজদীপ সরকার। মধ্যপ্রদেশে জাতীয় জহর নবোদয় স্কুল দাবা প্রতিযোগিতা শুরু ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে। ওই আসরে অংশ নেবে পূর্বোত্তর নবোদয় স্কুল। ওই দলেই স্থান করে নিলো মোহনপুর নবোদয় স্কুলের রাজদীপ। হাইলাকান্দিতে দুদিনব্যাপী ক্লাস্টার আসরে অনূর্ধ-১৭ বিভাগে সেরা হয়ে আঞ্চলিক আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলো নয়ন এবং রুমা সরকারের দুই ছেলের বড় রাজদীপ। পরে অসমে সৈনিক স্কুলে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক আসরে তৃতীয় স্থান দখল করে জাতীয় আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নেয় মোহনপুর জহর নবোদয় স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রটি। সদ্য রাজ্য দাবা সংস্থা আয়োজিত রেটিং দাবায় দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে নিজের মনোবল আরও বাড়িয়ে নিলো ওই প্রতিভাবান দাবাড়ুটি।

মেট্রিক্স চেস আকাদেমির কোচ কিরীটী দত্ত থেকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নেয় সে। গেলোবছর আঞ্চলিক আসরে তেমন সাফল্য না পেলেও এবার তৃতীয় স্থান দখল করে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দেয় সে। মধ্যপ্রদেশে জাতীয় আসর থেকে বাছাই করা হবে চূড়ান্ত নবোদয় দল। যে দল স্কুল স্পোর্টস ফেডারেশন আয়োজিত দাবা আসরে অংশ নেবে। রাজদীপ বিশ্বাস করে মূলপর্বেও খেলার সুযোগ পাবে সে। মধ্যপ্রদেশের আসরে পূর্বোত্তর থেকে অনূর্ধ-১৪,১৭ এবং ১৯ বিভাগে মোট ৩০ জন দাবাড়ু অংশ নেবে। ছাত্রের সাফল্য পাওয়া নিয়ে আশাবাদী কোচ কিরীটী দত্ত। আসরে সাফল্য পেতে প্রতিদিন প্রায় ৫ ঘন্টা করে অনুশীলন করছে রাজদীপ।

জাতীয় জুনিয়র গার্লস ফুটবল রাজ্য দলের সিলেকশন ট্রায়াল ১৯শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। জাতীয় আসরে খেলার জন্য ত্রিপুরা দলের এন্টি জমা হয়ে গেছে। রাজ্য দল গঠনের প্রাথমিক প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে বলা চলে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আয়োজিত জুনিয়র গার্লস জাতীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য ত্রিপুরা দল যথারীতি অনলাইনে এন্টি জমা করে নিয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে সিলেকশন ট্রায়ালের আয়োজন করা হয়েছে ১৯ আগস্ট। সাব জুনিয়র গার্লস জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-২৪ এর জন্য সিলেকশন ট্রায়াল-এর জন্য খেলোয়ারদের আগামী ১৯ আগস্ট সকাল দশটায় রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। খেলোয়ারদের জন্ম তারিখ হতে হবে ১-১-২০০৭ থেকে ৩১-১২-২০০৯ এর মধ্যে। খেলোয়াড়দের অবশ্যই অরিজিনাল বার্থ সার্টিফিকেট এবং সম্প্রতি তোলা দুই কপি ছবি নিয়ে আসতে হবে। উল্লেখ্য সিলেকশন ট্রায়ালে রিপোর্ট করার সময় খেলোয়ারদের টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর ডি. কে প্রধান, ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর সুভেনজিৎ সিনহা, রাজেশ রায়চৌধুরী এবং কোচ সুজিত ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি অমিত চৌধুরী এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

আসন্ন এ-ডিভিশন লিগ ফুটবল ঘিরে আজীবন সদস্যদের চিঠি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। লাইফ মেম্বাররাও এবার সরব হয়েছেন। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের একাধিক আজীবন সদস্য টিএফএ-র সচিবকে এড্রেস করে বিতর্কিত সম্প্রতি অতি আলোচিত বিষয় নিয়ে বিবেচনা করার আর্জি জানিয়েছেন। প্রথমত, আসন্ন এ-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টে ৮ দলের স্থলে ৯টি দলকে খেলানো প্রসঙ্গ। দ্বিতীয়তঃ ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের লীগ রুলস-এর ৪ নম্বর ধারার ব্যবহারিক দিক প্রসঙ্গে। এগিয়ে চলো সংঘ আগেই এই বিষয়টি নিয়ে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সকাশে পত্র দিয়েছে। একই বিষয় নিয়ে এবার ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্যরাও সরব হয়েছেন।

আজীবন সদস্য সুমন দে, অশ্বিনী ধানুক এবং দীপক বণিক যৌথ স্বাক্ষরিত এক পত্রে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন সচিব সকাশে প্রেরণ করা হলে টিএফএ তে আজ, সোমবার তা গৃহীত হয়। বিষয়টি এখন কোন পর্যায়ে কার্যকরী হয় তাই এখন দেখার বিষয়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবারে আগরতলার প্রাণকেন্দ্রের শিববাড়িতে ভক্তবৃন্দের ভগবান মহাদেবের প্রতি প্রার্থনা। ছবি নিজস্ব।

অরবিন্দ সংঘে মেগা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী

রক্তদানে ক্লাবগুলিকে আরও এগিয়ে আসতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। রক্তের কোন বিকল্প এখনও আবিষ্কার হয়নি। তাই মানুষের দান করা রক্তেই মুমূর্ষ রোগীর জীবন রক্ষা পায়। তাই রক্তদানের চেয়ে বড় আর কোন দান নেই। আজ অরুন্ধতীনগরস্থিত অরবিন্দ সংঘের ৬৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও দেশের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেগা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমী বলেন, মানুষ মানুষেরই জন্য, তা রক্তদানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে আসছে। রক্তদানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে একটা আত্মিক সম্পর্কও তৈরী হয়। রক্তে মূলত চারটি উপাদান রয়েছে। ফলে একজনের দান করা রক্তের মাধ্যমে চারজন মুমূর্ষ রোগীর জীবন বাঁচানো যেতে পারে। রাজ্যে বর্তমানে ১৪টি ব্লাড ব্যাংক রয়েছে। এরমধ্যে ১২টি সরকারি এবং ২টি বেসরকারি পরিচালিত। এছাড়া রাজ্যে রক্তের উপাদানগুলোকে পৃথক করার ব্যবস্থাও রয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমী বলেন, রাজ্য সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন ক্লাব, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন রাজ্যব্যাপী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করছে। রক্তদানের মতো মহান কাজে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে ক্লাবগুলিকে আরও এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমানে ক্লাবগুলি ক্রীড়া ও সংস্কৃতির পাশাপাশি নানাবিধ সামাজিক কাজেও নিজেদেরকে জড়িয়ে রেখেছে। পাশাপাশি কোনও এলাকার ছোটখাটো সমস্যা সমাধানেও ক্লাবগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্পেশালিটি ও সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে। প্রতিটি জেলা হাসপাতালে দ্রত ও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে ট্রমা কেয়ার সেন্টার স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ত্রিপুরা, গোমতী এবং ধলাই জেলা হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে। রাজ্যের মৌলিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য ১০০টি নতুন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। এরজন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে ৩০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ১টি করে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট নেশামুক্তি কেন্দ্র স্থাপন করারও উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের ফলে রাজ্য থেকে বহির্রাজ্যে চিকিৎসার জন্য রেফারেল রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। বর্তমানে রাজ্যে দুটি মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ সহ বহু স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলিকে ভিত্তি করেই রাজ্য সরকার রাজ্যে মেডিক্যাল হাব গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় চালু দেশের সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য প্রকল্প আয়ুমান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় রাজ্যের প্রায় ১৩ লক্ষ আয়ুষ্মান কার্ড সুবিধাভোগীকে প্রদান করা হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় রাজ্যের যে সমস্ত পরিবার আওতাভুক্ত হতে পারেনি তাদের জন্য রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। এরজন্য চলতি অর্থবর্ষের বাজেটে ৫৯ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এই যোজনায় রাজ্যের অবশিষ্ট ৪.৭৫ লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে। অনুষ্ঠানে বিধায়ক মীনা রাণী সরকার বলেন, রক্তদান মানবধর্মের একটি মহৎ কাজ। রক্তদানের ফলে রক্তদাতারাও শারীরিক দিক দিয়ে উপকৃত হতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে রক্তদান আজ রাজ্যে উৎসবে পরিণত হয়েছে। তাছাড়াও বক্তব্য রাখেন অরবিন্দ সংঘের সম্পাদক সুপ্রীয় ঘোষ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ৩৯ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর অলক রায় প্রমুখ।

বৃন্দামাটিলা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কর্মী নিয়োগ ঘিরে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ আগস্ট।। বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকার রতনপুর এ ডি সি ভিলেজের বৃন্দামাটিলা কেন্দ্র, অভিযোগ এই কেন্দ্রে দীর্ঘ বছর ধরে দিদিমণি হিসাবে কাজ করতেন এলাকার বাসিন্দা অরুনমালা ত্রিপুরা, উনার মৃত্যুর পর গত আট মাস ধরে এই কেন্দ্রটিতে কাজ করছেন তার পুত্র বধূ দিনু মালা ত্রিপুরা, কিরণমালার পরিবর্তে এলাকায় নেতৃত্ব , বি এ সি এর চেয়ারম্যান, এবং সি ডি পি ও দের আলোচনার মাধ্যমে অস্থায়ী ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে মৃত অরুণ মালা ত্রিপুরার পুত্র বধূ দিনু মালা ত্রিপুরাকে দীর্ঘ আটমাস ধরে দিনুমালা ত্রিপুরা বৃন্দামা টিলা অঙ্গনোয়ারী সেন্টারে কাজ করে আসছে ,স্থানীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে বি এ সি চেয়ারম্যান আশ্বাস দেন যদি এই কেন্দ্রে কোনো কর্মী নিয়োগ করা হয় তাহলে দিনু মালা ত্রিপুরাকে নিয়োগ করা হবে, এই নিয়ে লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়, এইদিকে দপ্তর থেকে এই কেন্দ্রে লোক নিয়োগ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। গত জুন মাসের ১৩ তারিখ এই কেন্দ্রের দিদিমণি পদে দিনু মালা ত্রিপুরা ইন্টারভিউ দেয়, এই পদের জন্য একই গ্রামে আরেকজন যমুনা ত্রিপুরাও ইন্টারভিউ দেয়,সবার আশা ছিল এই কেন্দ্রে দিনুমালা ত্রিপুরা নিয়োগ পাবেন, কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে ঠিক তার উল্টোটা, গত ৮ আগস্ট দপ্তর থেকে যে অফার ছাড়া হয় তাতে দেখা হয় দিনুমালা ত্রিপুরার জায়গায় অফার দেওয়া হয় যমুনা ত্রিপুরাকে কিন্তু দিনু মালা ত্রিপুরাকে এই পদে নিয়োগ করা হয়নি। এই নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন চাকুরী প্রত্যাশী দিনু মালা ত্রিপুরা। বিষয়টি এলাকার জনগন মানতে পারেনি, এই নিয়ে এলাকার জনগন সোমবার সকাল থেকে জড়ো হন অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের সামনে,তাঁদের দাবি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কি করে একজনের চাকরী আরেকজনকে দেওয়া হলো, বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে নিয়েছেন এলাকাবাসী, যদিও নতুন চাকুরী পাওয়া যমুনা ত্রিপুরা চাকুরির অফার পেয়ে বৃন্দামা টিলা সেন্টারে এসে কাজে যোগ দিতে এলে বাধা দেয় এলাকার সাধারণ জনগণ। আজ সেন্টারে তালা বন্দী থাকায় কাজে যোগ দিতে পারেননি তিনি।এই নিয়োগ নিয়ে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

ভাঙন, ২৩৪ জন ভোটার যোগদান করলেন পদ্ম শিবিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। লোকসভা ভোটের আগে বড়সড় ভাঙ্গন বিরোধী শিবিরে। কামালঘাট বাজারে অনুষ্ঠিত যোগদান সভায় ২৩৪ জন ভোটার সিপিআই(এম) দল ছেড়ে বিজেপি দলে যোগদান করেন। প্রশ্ন চিনের মুখে সিপিআই(এম) এর অস্তিত্ব। বামুটিয়া বিধানসভা এলাকায় প্রতিনিয়ত যোগদান সভা অব্যাহত রয়েছে। দলে দলে দীর্ঘদিনের পুর খাওয়া সিপিআই(এম) নেতৃত্ব ও কর্মীরা দল ছেড়ে বিজেপি দলে যোগদান করছেন। রবিবার সন্ধ্যায় বিজেপি বামুটিয়া মন্ডল কমিটির উদ্যোগে কামালঘাট বাজারে অনুষ্ঠিত হয় এক যোগদান সভা। এই যোগদান সভাতে কামালঘাট এলাকায় যারা দীর্ঘদিন যাবত সিপিআই(এম) দলের হয়ে কাজ করছিলেন উনারা বিজেপি দলে যোগদান করেন। এই যোগদান সভাতে বলতে গিয়ে মন্ডল সভাপতি বিজু পাল বলেন এদিন যারা সিপিআইএম দল ছেড়ে বিজেপি দলে যোগদান করেছেন তারা পাপ মোচন করে পুণ্যের পথে এগিয়ে গেছেন। তিনি নবাগতদের আহ্বান করেন রাজ্য এবং দেশের উন্নয়নের গতিপথে বিজেপি দলের হয়ে আগামী দিনে কাজ করার জন্য। অন্যদিকে বামুটিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস বলেন ২০১৮ তে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সিপিআইএমের শাসনকালের বিভিন্ন দুর্নীতিগুলো একে একে খুঁজে বার করা হয়েছে। ভুয়া ভাতা, ভুয়া রেশন কার্ড, ভুয়া বিপিএল পরিষেবা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দুর্নীতিগুলো সরকার একে একে বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সরকার মানুষের ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো প্রতিদিন পূরণ করার কাজ করছে। এর পাশাপাশি একটি দুর্নীতি মুক্ত রাজ্য এবং প্রশাসন জনগণকে উপহার দিতেও এই সরকার কাজ করছে বলে দাবি করেন প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। এদিনের সভাতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এসসি মোর্চার রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত দাস, বিজেপি বামুটিয়া মন্ডল কমিটির সহ-সভাপতি নিরঞ্জন দাস এবং অন্যান্যরা।

বিলোনিয়ায় দুই বাংলাদেশী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ আগস্ট।। সীমান্ত পেরিয়ে এইদেশে অর্থাৎ আমাদের ভারত তথা ত্রিপুরা রাজ্যে এমন অনেকে রয়েছেন যারা নিজেদের পরিচয় আত্মগোপন করে বহাল তবিয়তে দিন জাপন করছেন, এরমধ্যে কোথাও হয়তো বা কেউ ধরা পরে যাচ্ছেন এবং আবার কোথাও কেউ বিন্দাস সবকিছু মেনেজ করে এই সমাজে গা ভাসিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ● আটের পাতার পর

শুভেচ্ছা ছুটি

১৫ আগস্ট দেশের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস। এই উপলক্ষে জাগরণ পত্রিকা এবং রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কাসের সমস্ত বিভাগ ছুটি থাকবে। তার জন্য মঙ্গলবার পত্রিকা প্রকাশিত হবে না। বুধবার যথারীতি পত্রিকা প্রকাশিত হবে।

কর্মাধ্যক্ষ
জাগরণ

কেন্দ্রের বরাদ্দ অর্থ থাকবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। আর রাজ্যের হাতে নয়, কেন্দ্রের বরাদ্দ টাকা থাকবে এবার রিজার্ভ ব্যাংকে। ইতিমধ্যে কেন্দ্র সব রাজ্যকে জানিয়ে দিয়েছে আপাতত পুরোপুরি কেন্দ্রীয় অর্থে পরিচালিত প্রকল্পগুলো কেন্দ্রের কোষাগারের একক তহবিল থেকে খরচ হবে।

স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ আগস্ট।। ১৩ আগস্ট বিলোনীয়া যোগমায়া কালীবাড়ীর শতবর্ষদুগো''ৎসব উপলক্ষে ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকায় উত্তর সোনাইছরি কমিউনিটি হলে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার প্রাক্তন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: জগদীশ চন্দ্র নম:। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবক গৌতম সরকার এবং এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ আরো অনেকে। শিবিরের ব্যাপক অংশের মানুষের ভীড় লক্ষ্য করা গেছে। শিবিরের মোট ১৫০ জন মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান করা হয়। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট রোগীদের রক্ত পরীক্ষা করা হয়।

দেশাত্ববোধের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজসেবামূলক কাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে : মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। দেশাত্ববোধের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজসেবামূলক কাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই রাজ্য ও দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। সমাজের সব অংশের মানুষ উপকৃত হবেন। আজ রাণীরবাজার গীতাঞ্জলী হলে মেরি মাটি মেরা দেশ অভিযান অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, আমাদের কাছে সবার আগে দেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুযোগ্য নেতৃত্বে সমগ্র দেশ আজ এগিয়ে চলেছে। তাঁর দেখানো পথেই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মান জানানোর লক্ষ্যে মেরি মাটি মেরা দেশের মতো অভিযান কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। দেশ আগে কোথায় ছিল এখন কোথায় আছে সে সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মকে ভালোভাবে জানতে হবে। তাহলেই এই ধরণের কর্মসূচি স্বার্থক হবে।

অনুষ্ঠানে রাণীরবাজার এলাকার ৩ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিবারের সদস্য ও ৭ জন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাদের হাতে উত্তরীয়, স্মারক ও উপহার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, রাণীরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্ণা শুরুদাস, জিরাণীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক শান্তিরঞ্জন চাকমা, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সমাজসেবী অসিত রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানের আগে রাণীরবাজার পুর পরিষদের অফিস প্রাঙ্গণে মেরি মাটি মেরা দেশ অভিযানে, মিট্টি কা নমন ও বীরো কা বন্দন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেশের জন্য যারা আত্মবলিদান দিয়েছেন তাঁদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এই অনুষ্ঠানে শিলাফলকম উৎসর্গ করা হয়। পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী শিলাফলকম ও পুস্পস্তবক অর্পণ করার মধ্য দিয়ে বীর শহীদদের প্রতি সম্মান জানান। অনুষ্ঠানে মহকুমা শাসক শান্তিরঞ্জন চাকমা সবাইকে পঞ্চপ্রাণে শপথবাক্য পাঠ করান।

পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এদিন জিরানীয়া নগরপঞ্চায়েতেও মেরি মাটি মেরা দেশ কর্মসূচিতে অংশ নেন। সেখানে তিনি শিলাফলকমের আবরণ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

মাইজভেন্ডারে ১৫ শহীদদের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৪ আগস্ট।। শহীদ পরিবারের রক্ত হবে নাকো ব্যর্থ এই স্লোগান কে সামনে রেখে কল্যাণপুরের উত্তর কমলনগর পঞ্চায়েত এর মাইজভান্ডারে হত্যা কাণ্ডের স্মরণে সোমবার সকালে বিজেপির তরফে শহীদ ফলকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়। বিকেলে হয় শহীদ সমাবেশ। উল্লেখ্য গত ২০০৩ সালের ১৪ আগস্ট রাতে এ টি টি এফ বৈরীদের অতর্কিত আক্রমণে উত্তর কমলনগরের মাইজভান্ডারে শিশু বৃদ্ধ সহ মোট ১৫ জন নিহত হয়। রাত নয় টা নাগাদ এই আক্রমণে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় বহু পরিবার। এ টি টি এর ঘাতক বাহিনী রাতে চালায় ধ্বংসলীলা। বন্দুকের ট্রিগার থেকে অনবরত চলতে থাকে গুলি। সোমবার সকালে শহীদ বেদীতে ফুল মালা দিয়ে শহীদ দের স্মৃতির উদ্যেশ্যে শ্রদ্ধা জানান বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, মন্ডল সহ সভাপতি পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, উত্তর কমলনগর শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখ বাবুল দেবনাথ, বিজেপি নেতা শিবু দেবনাথ, দীপক সরকার প্রমুখ। শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন সেই সময়ের কমিউনিস্ট পার্টির সরকার রক্তের হোলি খেলায় বিশ্বাস করতো। তাদের সহযোগী ঘাতক বাহিনী এ টি টি এফ এর আক্রমণেই এতো মানুষ নিহত হয়। বিধায়ক বলেন শুধু কমলনগর নয়। গত ২৫ টা বছরে সারা রাজ্যেই সন্ত্রাস এর রাজত্ব ছিলো। তিনি বলেন এই হত্যা কাণ্ডের পর সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত শহীদ পরিবারের কোন খোঁজ নেয় নি তৎকালীন সরকার। তাদের পাশে ও দাড়ায় নি। পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন ২০১৮ সালের আগে বিরোধীরা ভয়ে শহীদ বেদি তেও ঠিক মতো শ্রদ্ধা জানাতে পারতো না ভয়ে। জায়গায় জায়গায় সন্ত্রাস এর ব্যারিকেড করে রাখা হতো। ২৫ টা বছর ছিলো কালো দিন সাধারণ মানুষ দের জন্য। মানুষ আর সেই কালো দিন চায় না। মানুষের স্বাধীনতা সেদিন হরণ করা হয়েছিল। মানুষ সে সব ভুলে নি। মানুষ শপথ নিয়ে নিয়েছে সেই কালো দিন যেন আর ফিরে না আসে। মানুষ চায় শান্তি। সন্ত্রাস নয়।

হুক লাইন নিয়ে প্রতিবেশীর মধ্যে হাতহাতি, নিশ্চুপ পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৪ আগস্ট।। হুক লাইনকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর হাতে আক্রান্ত অন্য এক প্রতিবেশী। ঘটনা লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছৈলেংটা কালাবান্দিটিলা এলাকায়। আক্রান্ত যুবকের নাম মঞ্জু চাকমা। বর্তমানে সে চিকিৎসাধীন। থানায় লিখিত অভিযোগ করার পরও অধরা আক্রমণকারীরা।ঘটনার বিবরনে জানা যায়, ছৈলেংটা কালাবান্দি টিলার বাসিন্দা চন্দ্র মানিক্য চাকমা সহ এই এলাকার বেশিরভাগ মানুষই হুক লাইন ব্যবহার করে বিদ্যুৎ পরিষেবা নিচ্ছে দিনের পর দিন। গত ১০ আগষ্ট একজনের হুক লাইন পরে যায় বিদুৎবাহী তার থেকে। চন্দ্র মানিক্য চাকমা ও সুর্য মানিক্য চাকমা সন্দেহ করে প্রতিবেশী মঞ্জু চাকমা হয়ত হুক লাইন নামিয়ে দিয়েছে। যার জন্য সন্দেহ মুলকভাবে মঞ্জু চাকমার উপর চড়াও হয় চন্দ্র মানিক্য ও সুর্য মানিক্য। রড দিয়ে এলোপাতাড়ি আক্রমণ করে তাকে। রডের আঘাতে মঞ্জুর পাঁ ভেঙে যায়। বুকেও প্রচন্ড আাঘাত লাগে। তড়িঘড়ি তাকে ছৈলেংটা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ১০ তারিখ রাত্রিবেলাতেই ছৈলেংটা থানায় মামলা করতে গেলে থানা থেকে বলা হয় সকালে আসার জন্য। এরপরের দিন সকালে গিয়ে মামলা করার পরও এখনো আসামি অধরা। যার ফলে পুনরায় আক্রমণের ভয়ে আতঙ্কিত মঞ্জুর পরিবার। কোন অদৃশ্য কারণে ছৈলেংটা থানা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করছে না তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে।

উপভোট আসন্ন, ১৭তে মনোনয়নপত্র দেবে বিজেপি

রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তোড়জোড় অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। বছর ঘুরলে দেশে রাজনৈতিক তাপমাত্রা চড়িয়ে শুরু হবে ২০২৪ লোকসভা ভোট। তার আগে বেশ কয়েকটি রাজ্যে রয়েছে বিধানসভা ভোট পর্ব। তবে তারও আগে, সামনেই বহু রাজ্যে উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। ফলে এবার কোমর বেঁধে শক্তি পরীক্ষার লড়াই শুরুর পালা। ত্রিপুরায় সেপ্টেম্বরে রয়েছে ধনপুর ও বক্সনগরে উপনির্বাচন। আর এই ভোট ঘিরে কার্যত বিরোধী শিবির এক সাথে বিজেপির বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে। সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখ রয়েছে সিপাহিজলা জেলার ধনপুর ও বক্সনগরে উপনির্বাচন। ভোটের ফলপ্রকাশ ৮ সেপ্টেম্বর। ত্রিপুরার রাজনীতির মানচিত্রে এবার এই দুই নির্বাচন ঘিরে বিরোধী জোট ঐক্যের পথে হাঁটছে। লক্ষ্য একটাই, বিজেপির বিরুদ্ধে দাপুটে জয় ছিনিয়ে আনা। জানা গিয়েছে, তবে ইতিমধ্যেই বামফ্রন্ট দুটি কেন্দ্রেই প্রার্থীর নাম ঘোষনা করেছে। তবে তিপ্রা মথা এবং কংগ্রেসের তরফে এখনো প্রার্থীর নাম ঘোষনা হয়নি। বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা জানিয়েছেন, বিরোধীদের এক জোট থাকতে হবে। যাতে কোনভাবেই বিজেপি জয়ী না হতে পারে। তা থেকে এক প্রকার স্পষ্ট তিপ্রা মথা উপ নির্বাচনে দুটি কেন্দ্রে প্রার্থী নাও দিতে পারে। ত্রিপুরার রাজনৈতিক অঙ্ক তুলে ধরে তিপ্রা মোথা ● আটের পাতার পর

করমছড়ায় হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, করমছড়া, ১৪ আগস্ট।। গৌরবের স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে হরঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এক বাইক রেলির আয়োজন করে করমছড়া বিজেপি যুব মোর্চা। করমছড়া বিধানসভার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এই তিরঙ্গা বাইক রেলি। পাশাপাশি ট্রেডিশনাল ড্রেসে জনজাতি মহিলা মোর্চার সদস্যরা তিরঙ্গা হাতে এই বিধানসভার পাহাড়ি জনপদ গুলি পায়ে হটে পরিক্রমা করেন। আজকের এই তিরঙ্গা রেলিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য যুবমোর্চার সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, রাজ্য জনজাতি মোর্চার সম্পাদক জয়বাহাদুর রুপিনি, করমছড়া যুবমোর্চা মন্ডল সভাপতি সঞ্জিত দেববর্মা সহ অন্যান্য কার্যকর্তারা।

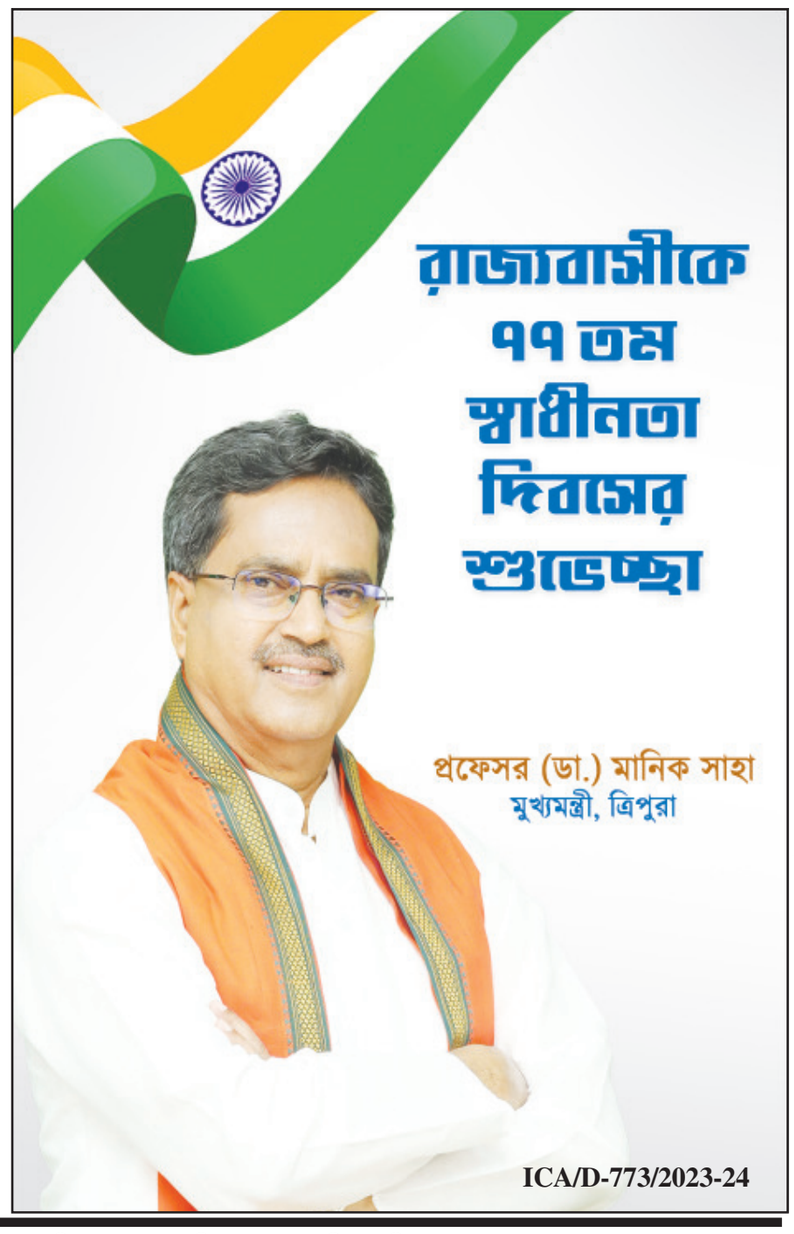

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।